CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 June, 2024 ■ আগরতলা ২২ জুন ২০২৪ ইং ■ ৭ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আন্তর্জাতিক যোগা দিবস

আত্মোন্নতির এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম যোগ ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জুন ২০২৪, (পিআইবি)।। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে শ্রীনগরের ডাল লেকে নাগরিকদের উদ্দেশে ভাষণ রেখেছেন। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যোগের প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের উৎসাহ ও অঙ্গীকারের যে ঝলক আজকের দিনে পরিলক্ষিত হয়েছে, তা অমর হয়ে থাকবে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বৃষ্টিভেজা আবহাওয়ার কারণে অনুষ্ঠান বিলম্বিত হলেও তাতে আগ্রহ কমেনি বলে তিনি উল্লেখ করেন। শ্রী মোদি নিজের ও সমাজের জন্য স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যোগের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে বলেন, যোগচর্চা যখন দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে একীভূত করে নেওয়া যায়, তখনই তার সুফল পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধ্যাত্মিক দিকগুলির জন্য যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ধ্যানকে সাধারণ মানুষের কাছে অনন্য মনে হতে পারে, কিন্তু একে অনুশীলন এবং কৌশলের মাধ্যমে লক্ষ্যে মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে দেখা যেতে পারে। তিনি বলেন, মনের এই অবস্থা, ক্লান্তি হ্রাস করার পাশাপাশি অমনোযোগী ভাব এড়াতে সহায়তা করে। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক অভিযাত্রা ছাড়াও ধ্যান আত্ম-উন্নতি এবং প্রশিক্ষণের একটি উপায়। প্রধানমন্ত্রী বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, যোগ যেমন সমাজের জন্য, তেমনই নিজের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ, উপযোগী ও শক্তিশালী। তিনি বলেন, যোগচর্চার ফলে সমাজ যখন উপকৃত হয়, তখন সমগ্র মানবজাতিই লাভবান হয়। তিনি মিশরের উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যোগব্যায়াম নিয়ে ছবি তোলা বা ভিডিও তৈরির বিষয়ে মিশরে আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতার ভিডিও দেখার কথা স্মরণ করেন এবং এতে অংশ গ্রহণকারীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে শ্রী মোদি বলেন, ঠিক এভাবেই যোগ ও পর্যটন জম্মু ও কাশ্মীরে কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস হয়ে উঠতে পারে। ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের বিপুল উপস্থিতি এবং শ্রীনগরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, ২০২৪ উদযাপনের প্রতি তাদের সমর্থন প্রদর্শনের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন।

রাজ্যজুড়ে যোগা দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসউ প্রতি বছর ২১ জুন এই দিবসের উদযাপন হয়। যোগাভ্যাসকে জীবনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য গোটা বিশ্ববাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যেই এই দিবসের উদযাপন। কারণ যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে শরীর ও মনকে সুস্থ রাখা যায়। ভারতের এই ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কল্যাণে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সূচনা।

আজ দেশজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যোগ দিবসের উদযাপন হয়েছেউ এবার মূল অনুষ্ঠানটি হয় শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানে যোগ অনুশীলন করেন। ডাললেকের তীরে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণও উপস্থিত থেকে যোগাভ্যাস করেন।

গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায়ও সর্বত্র নানা অনুষ্ঠান আর আয়োজনে হয়েছে দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উদযাপন। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি হয় আগরতলার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা। তিনি বলেন, যোগ আমাদের দেশের পরম্পরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই পরম্পরাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে দশ বছর ধরে গোটা বিশ্বে আজকের দিনটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, শুধু একদিনের জন্য যোগচর্চা করলে হবে না। সুস্থ দেহ-মনের জন্য প্রতিদিন এর চর্চা করে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিরা সমবেত যোগচর্চায় অংশ নেন। এতে প্রায় দুই হাজার যোগ-প্রেমী, খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের নাগরিক সামিল হন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার, মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, দক্ষিণ জেলার সাব্রুমের ফেনি নদীর উপর নির্মিত ভারত - বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুতে যোগ প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ৯৬ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। বিএসএফের ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি প্যাটেল পীযুষ পুরুষোত্তম দাস, উদয়পুর সেক্টরের ডিআইজি অনিল শর্মা প্রমুখ সেখানে যোগ প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সিপাহিজলা জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন সিপাহিজলা জেলা পরিষদের সভাধিনেত্রী সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক কিশোর বর্মন, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুব্রত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন নতুন আইন দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে ঃ ডিজিপি অনুরাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন সম্পর্কে বিশিষ্টদের আলোচনার মধ্য দিয়ে আয়োজিত হল মিডিয়া কর্মশালা। আজ নরসিংগড়ে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো-র উদ্যোগে আয়োজিত মিডিয়া ওয়ার্কশপে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে বলেন, আগামী ১ জুলাই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম এই তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন বলবৎ হতে চলেছে। এটা শোষক ও শাসিতের আইন নয়। এটা দেশের জনগন কর্তৃক ও নিজেদের জন্য তৈরি করেছে। ডিজিপি অনুরাগ বলেন, নতুন আইন কার্যকর হলে ন্যায় বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর, বিশেষ করে অমৃতকালে, দেশ ও তার নাগরিকেরা নিজস্ব আইন হতে চলেছে। দিল্লির নির্ভয়া মামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যথাযথ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমাদের নিজস্ব আইন তৈরির প্রয়োজনীয়তা তখনি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, নতুন তিন আইন দেশের প্রত্যেক নাগরিককে ন্যায়বিচার প্রদান করবে।

কর্মশালায় অপর প্রধান অতিথি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (গোয়েন্দা বিভাগ) অনুরাগ তিনটি নতুন ফৌজদারি আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ১লা জুলাই থেকে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন কার্যকর হওয়ামাত্র সামগ্রিকভাবে দ্রুত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খার্চির প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। পুরানো হাবিলিতে ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এবছর ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা ও মেলায় ব্যাপক সংখ্যক ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

আগামী ১৪ জুলাই থেকে খয়েরপুর পুরাতন আগরতলা চৌদ্দ দেবতা বাড়িতে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা। সাত দিন ব্যাপী চৌদ্দ দেবতার পূজা এবং খার্চি উৎসব চলবে ২০ জুলাই পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই খার্চি উৎসবকে সামনে রেখে খয়েরপুরে পুরাতন আগরতলায় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার খার্চি উৎসব নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের পর এই বিষয়টি জানিয়েছেন উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান খয়েরপুরের বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। বিধায়ক রতন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাকা চেকিং-এর সময় প্রচুর কাপড় ও চশমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। উদয়পুর বাগমা ফাঁড়ির নাকা পয়েন্টে সন্দেহভাজন গাড়িকে আটক করে প্রচুর কাপড় ও চশমা উদ্ধার করে।

সাথে গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে।

জানা যায়, আজ সকালে বাগমা ফাঁড়ির পুলিশ নাকা চেকিং- এ বসে।তখন পুলিশ সন্দেহভাজন টিআর০১এইউ১৯২০ নম্বরের একটি গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালিয়েছে।

তখন গাড়িতে ৩৫ বস্তা পরিমাণ কাপড় ও ১৫ বস্তা চশমা মজুত ছিল। উদ্ধারকৃত সামগ্রীর কোনো বৈধ কাগজ দেখাতে পারেননি গাড়ির চালক। সাথে গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বাগমা ফাঁড়ির পুলিশ।

কেজরিওয়ালের জামিনে স্থগিতাদেশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.)।। দিল্লি হাইকোর্টে আটকে গেল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিনে মুক্তি। কেজরিওয়ালের জামিনের বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। শুক্রবার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির পর আদালত জানায় আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে এবিষয়ে পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হবে। ফলে ততদিন জেলেই থাকতে হবে কেজরিওয়ালকে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার আম আদমি পার্টির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিট-নেট পরীক্ষার দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল রাজ্য কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। নিট এবং ইউজিসি-নেট পরীক্ষার দুর্নীতির বিরুদ্ধে আজ রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল দেখিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। এদিন কর্মীরা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। পাশাপাশি, তাঁরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেন। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সহ অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আশিস কুমার সাহা অভিযোগ করেন, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ)-র গৃহীত পরীক্ষাগুলিতে একের পর এক অভিযোগ মিলছে। এখন ইউজিসি-নেট পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। সারা দেশের যুব সমাজের মধ্যে হতাশাজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

পরীক্ষার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টে মামলা করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ হলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নিরব ভূমিকা পালন করছেন। এদিন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, মোদী সরকার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সরকার। তাঁদের মোটা অর্থ কামানোই হল মূল্য লক্ষ্য।

মোদী সরকারের আমলে দেশ জুড়ে এখনো পর্যন্ত ৭০টি প্রশ্ন পত্র ফাঁস হয়েছে। নিট পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা যোগ্য স্থান পায়নি। যারা অযোগ্য তারাই স্থান পেয়েছে। কারণ, দেশে ভুল চিকিৎসা হোক মোদী সরকার চাইছে।

অবশেষে মৃত্যু হল দুর্ঘটনায় আহত স্কুলছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। অবশেষে মৃত্যু হয়েছে ভয়ঙ্কর যান দুর্ঘটনায় আহত নবম শ্রেণীর ছাত্রী এলিনা দেববর্মার। মৃত ছাত্রীর পরিবারের সদ্যসরা থানায় লিখিত মামলা দায়ের করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার রাজধানীর আশরাফুল এলাকায় বাইক এবং মারুতি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এর ফলে বাইকে থাকা বাইক চালক তথা ছাত্র কিং দেববর্মা এবং নবম শ্রেণীর ছাত্রী এলিনা দেববর্মা গুরুতরভাবে আহত হয়। তাদের রাস্তা থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে, প্রত্যক্ষদর্শীরা জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। এ বিষয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার বেহাল দশা, সংস্কারের দাবিতে পথে নামলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। দীর্ঘ বছর যাবৎ খেজুর বাগানস্থিত চৌধুরী কমপ্লেক্স এলাকার রাস্তা বেহাল দশা। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবীতে পথে নেমেছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন তারা।

জনৈক এলাকাবাসী অবিযোগ করেন, দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ খেজুর বাগানস্থিত চৌধুরী কমপ্লেক্স এলাকার রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। যার ফলে মানুষের যাতায়াতের সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাস্তায় কাঁদা জমে থাকার ফলে ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া, রাস্তার বেহাল দশার কারণে মুমূর্ষ রোগীরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়লেও অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে যাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। রাস্তার ভগ্ন দশার কারণে যানবাহন চলাচলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন চালকদের।

তাঁদের অভিযোগ, এ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের নিকট মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলেও রাস্তার সমস্যার সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি।এবিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনের জানানো হয়েছিল। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবীতে পথে নেমেছেন এলাকাবাসী।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত বহি:রাজ্যের শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।।: যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন বহি:রাজ্যের এক শ্রমিক। তরিঘড়ি সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে কাজ করতে গিয়েছিলেন বহি:রাজ্যের শ্রমিক সাহিন্দার সিং(২৭)। তখন বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে তড়িঘড়ি সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুদের উপর নির্যাতন প্রতিরোধে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন ।। বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রম, শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের প্রায় ১০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও ৫৬টি চা বাগান এলাকায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে শিশু কল্যাণ কমিটি ও চাইল্ড হেল্প লাইনকে আরও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে পকসো আইনের ৩৯ ধারা ও আদর্শ নির্দেশিকা নিয়ে রাজ্যভিত্তিক আলোচনাচক্রে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় একথা বলেন। জাতীয় শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের ব্যবস্থাপনায় এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। আলোচনাচক্রে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আরও বলেন, শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ। তারা সুন্দরভাবে বড় হলে দেশের কল্যাণ হবে। এজন্য অভিভাবক, শিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা ও আশাকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে অনাথ শিশুদের কল্যাণে রাজ্য সরকার ও শিশু কল্যাণ কমিটি কাজ করছে। আলোচনাচক্রে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর শিশু কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আলোচনাচক্রে পকসো আইনের ৩৯ ধারা ও আদর্শ নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে, জাতীয় শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের রিসোর্সপার্সন সোনাক্ষী রাধিকা ও ত্রিপুরা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা স্মিতা মল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা মনীষা সাহা।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৪৯ ▫ ২২ জুন ২০২৪ ইং ▫ ৭ আষাঢ় ▫ শনিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

নিজের ও সমাজের জন্য যোগব্যায়াম

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস প্রতি বছর ২১শে জুন বিশ্বব্যাপী মঙ্গল উদযাপন হিসাবে পালিত হয়। এই বিশ্বব্যাপী আন্দোলনটি প্রাচীন ভারতীয় যোগের শিল্পকে স্বীকৃতি দেয় এবং আমাদের মানসিক, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতার উপর এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব, সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক বাধা অতিক্রম করে।আন্তর্জাতিক যোগ দিবসটি প্রতি বছর ২১শে জুন বিশ্বব্যাপী সুস্থতার উদযাপন হিসাবে পালিত হয়। এই বিশ্বব্যাপী আন্দোলনটি প্রাচীন ভারতীয় যোগের শিল্পকে স্বীকৃতি দেয় এবং আমাদের মানসিক, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতার উপর এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব, সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক বাধা অতিক্রম করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগব্যায়াম ক্লাস, ওয়ার্কশপ এবং আলাপ-আলোচনার জন্য একত্রিত হয় সারা বিশ্ব জুড়িয়া শান্তিপূর্ণ পর্বত প্রত্যাবর্তন এবং ব্যস্ত শহরের স্কোয়ারে, যা সবই সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং শান্তিপূর্ণ চিন্তার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৪ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসটি অনুষ্ঠানের ১০তম বার্ষিকী হয়।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৪ এর থিম হল 'নিজের এবং সমাজের জন্য যোগব্যায়াম।' এই বিষয় যোগব্যায়াম অনুশীলনের দ্বৈত সুবিধার উপর জোর দেয়: ব্যক্তিগত মঙ্গল বাড়ানো এবং ব্যাপকভাবে সমাজের উন্নতি করা। থিমটি স্বীকার করে যে অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি এবং স্ব-যত্ন একটি সুখী এবং স্বাস্থ্যকর অস্তিত্বের ভিত্তি। যোগব্যায়াম অনুশীলনকারীদের তাহাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে, চাপ কমাইতে এবং আত্ম-সচেতনতা বিকাশের দক্ষতা দেয়।যোগা শুধু শারীরিক এক অনুশীলনই নয়, যোগা ভারতের প্রাচীন দর্শন। যোগাকে বিশ্ব ব্যাপি পরিচিতি দেওয়া এবং প্রতিবছর ২১জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা সম্ভব হইতেছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগের জন্য। তিনি ১১ডিসেম্বর ২০১৪সালে তিনি জাতিসংঘের কাছে আহ্বান রাখিয়াছিলেন ২১জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করিবার জন্য। তাহার এই আহ্বানে সাড়া দিযয়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২১জুনকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের স্বীকৃতি দেয়। বই পড়ে এর যথার্থ উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের মন, শরীরসহ সমস্ত কিছুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় যোগার মাধ্যমে। রাজ্যের অনেক যুবক যুবতী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যোগা করিয়াছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতীক স্তরে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন।সেই সঙ্গে পুরস্কার জয় করিয়া আনিয়াছেন। যখন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন শুরুতেই কিছু ইসলামিক দেশ এর বিরোধিতা করিয়াছিল। কিন্তু পর মুহুর্তেই তারা বুঝিতে পারে যোগা কোন ধর্মীয় বিষয় নয়, এটি নিজের কল্যাণের জন্য। তাই তাহারা ততক্ষণাৎ আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরিয়া আসে এবং এখন তাহারাও আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নিতেছে।

প্রতি বছর ২১ জুন বিশ্বজুড়ে ''আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'' পালন করা হয়। ২০১৫ সালে প্রথম সারা বিশ্বে এই দিবসটি উদযাপন হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় অনুশীলন যোগাসনের বহুবিধ উপকারকে স্বীকৃতি দিয়ে গোটা বিশ্বে ২১ জুন ''যোগ দিবস'' পালিত হয়। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দেওয়ার সময় ২১ জুন তারিখটিকে ''আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'' বলে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। মোদীর এই প্রস্তাব ১৭৭টি দেশ সমর্থন করেছিল। সেই বছরই ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘ ২১ জুন তারিখটিকে ''আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'' হিসেবে ঘোষণা করে। এর পর ২০১৫ সালের ২১ জুন প্রথম গোটা বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।'

২০১৫ সালে প্রথম যোগ দিবস পালিত হয় নয়া দিল্লির রাজপথে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ৮৪টি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি-সহ প্রায় ৩৫৯৮৫ জন মানুষ এ দিন অংশগ্রহণ করেছিলেন এই অনুষ্ঠানে। ৩৫ মিনিট ধরে মোট ২১টি যোগাসন করা হয়েছিল। এ দিন দু''টি গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ড হয়, প্রথম রেকর্ড ছিল, বৃহত্তম যোগ ক্লাস এবং দ্বিতীয় ছিল, সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের জন্য।'প্রতি বছর নির্দিষ্ট থিমের মধ্য দিয়ে পালিত হয় যোগ দিবস। যোগাসনের গুরুত্ব বিবেচনা করে থিম নির্ধারণ করা হয়।'

'সারা বিশ্বেই মহা সমারহে পালিত হয় এই বিশেষ দিন। উদ্দেশ্যে একটাই, যোগেই হোক রোগ-বিয়োগ। যোগের মাধ্যমেই সেরে উঠুক এ বিশ্ব। প্রাচীন ভারতে তখন ওষুধ মানক বস্তুটি ছিল বহু দূর কা বাত! শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সেরে ওঠার অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম ছিল যোগ ব্যায়াম। সেই ভারতের দেখাদেখিই যোগা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বেই। ধীরে ধীরে সেরে উঠতে থাকে বিশ্ব।'

যোগ সারায় রোগ।'' এই প্রবাদটি বহু শতাব্দী প্রাচীন। আমাদের ঋষিগণ নিয়মিত যোগব্যায়াম করতেন এবং সুস্থ ভাবে দীর্ঘ জীবনযাপন করতেন। যোগব্যায়াম আমাদের মন এবং শরীরের পাশাপাশি আমাদের দেহেকেও সুস্থ রাখে। আজকের ব্যস্ত জীবনে, শরীর সুস্থ ও শক্তিশালী রাখতে যোগব্যায়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগের গুরুত্ব কেবল আমদের দেশই নয়, গোটা বিশ্বজুড়েও আজ স্বীকৃত। সে কারণেই গোটা বিশ্ব ২১ শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে পালন করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস শুরু হয়েছিল।'

যোগব্যায়াম কেবল দেহের অঙ্গগুলিতেই নয়, মন, মস্তিষ্ক এবং আত্মায়ও ভারসাম্য তৈরি করতে পারে। এই কারণেই শারীরিক সমস্যা ছাড়াও যোগের মাধ্যমে মানসিক সমস্যাও কাটিয়ে উঠতে পারে। যোগের এই গুণটি জেনে, বিশ্ব এটি আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করেছে। এই বিশ্ব, যা এখন করোনার সংকটের সঙ্গে লড়াই করছে, অনাক্রম্যতার জন্য যোগের গুরুত্বও ভালভাবে বুঝতে পেরেছে।'

২১ শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালনের পিছনে একটি বড় কারণ রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে গ্রীষ্মের অবিচ্ছিন্নতার পরে সূর্য দক্ষিণায়ণে যায়। ২১শে জুন বছরের দীর্ঘতম দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই দিনে সূর্য খুব তাড়াতাড়ি উঠে এবং দেরি করে অস্ত যায়। যোগও একজন ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবন দেয়। কথিত আছে যে সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় আধ্যাত্মিক কৃতিত্ব অর্জনে খুব উপকারী। এই কারণে, ২১শে জুন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের রাম, রামায়ণ ও রামরাজত্বের বৈষম্যবোধ আমাদের জাগিয়ে তোলে

পরও মূল্যায়ন করতে গিয়ে ভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠে আসে। তাঁর মতাদর্শে বাঙালিরাই শুধু নয়, অবাঙালিরাও শ্রদ্ধাশীল। সবার কথা শোনার পর রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে কী বলছেন, বা রবীন্দ্রনাথের মতামত দিয়ে নিজের অভিমত গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস পক্ষে-বিপক্ষের সবার মধ্যেই লক্ষ করা যায়। সেখানে তাঁর একাধিপত্য বিস্ময়কর। সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদিত ভূমিকা প্রশ্নহীন আনুগত্যে মেনে নেওয়ার মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শন ও ন ও আদর্শ সাহিত্যের পরিসর ছেড়ে সমাজের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেই চলেছে। সেদিক থেকে তাঁর মনীষী ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রমশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতে শুরু করে। একালে যখন জয় শ্রীরাম'' ধ্বনিতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে চর্চার অবকাশ আপনাতেই মুখর হয়ে উঠেছে, স্বাভাবিক ভাবেই তাতে স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠে আসে। শুধু তাই নয়, তাঁর মূল্যায়নই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রাম ও রামায়ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রথম থেকেই লক্ষ যায়। তাতে অনেকের তাঁকে রামভক্ত মনে হতে পারে। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করলেও শ্রীরামচন্দ্রের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। সর্বগুণধর শ্রীরামচন্দ্রের মূল্যায়নেও তাঁর শ্রদ্ধাবোধে অন্ধত্ব নেই, বরং যুক্তির আলোর পরশেই তাঁর অসাধারণত্ববোধ প্রতীয়মান। শুধু তাই নয়, রামরাজত্ব নিয়েও তাঁর লক্ষ্যভেদী সমালোচনা বেরিয়ে এসেছে। সেখানে তাঁর প্রশংসা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, সমালোচনাও সম্বিত ফিরিয়ে দেয়।

করা বিশেষ করে শূদ্র হয়ে তপস্যা করার অপরাধে শম্বুককে বধদণ্ড প্রদান ও অগ্নিপরীক্ষার পরেও সীতার বনবাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এজন্য বিষয়দুটি তাঁর লেখায় নানাভাবে উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, আকারেপ্রকারে তিনি যে রামচন্দ্রের এই দুটি বিষয় যে মেনে নিতে পারেননি, তা তাঁর বক্তব্য থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সুকুমার সেনের "রামায়ণী কথা। বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে ''প্রাচীন সাহিত্য'র সূচনা প্রবন্ধ রামায়ণ'-এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ রাম ও রামায়ণের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সর্বগুণান্বিত পুরুষোত্তম রামের অতুলনীয় মহামানবের পরিচয়কে তিনি নিবিড় করে তুলেছেন সেখানে। শুধু তাই নয়, দীনেশচন্দ্র সেন ভক্তের মতো রামায়ণের কথাকে যেভাবে আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন, তার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনেও রবীন্দ্রনাথের রামায়ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষণীয়। সেখানে যথার্থ সমালোচনাকে পূজা ও সমালোচককে পুজারি বলেছেন তিনি। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই রামায়ণের প্রতি তাঁর পূজাকে সবচেয়ে বেশি তন্নিষ্ঠ করে তুলেছেন। আর্য-অনার্যের ঐক্য গড়ে তুলতে শ্রীরামচন্দ্রের সমাজবিপ্লবীর ভূমিকাই শুধু নয়, রামায়ণের মধ্যে ভারত থেকে ভারতের মধ্যে রামায়ণের বিস্তৃতিবোধ তাঁর মূল্যায়নে অধিক গুরুত্ব লাভ করে। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ভারতের'''পরিপূর্ণ মানবের আদর্শচরিত'' হিসেবে শ্রীরামচন্দ্রের চারিত্রিক মাহাত্ম্য সুদীর্ঘকাল ধরে যে প্রবহমান,সে কথাও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অথচ সেই আদর্শ চরিত্রের প্রতি তাঁর ভক্তি অভাব না থাকলেও তিনি যে অন্ধভক্তির শিকার হয়ে ওঠেননি, তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রদীপের নীচের অন্ধকারকে এড়িয়ে যাননি, বা, উপেক্ষা করে মেনে নেননি, বরং সচেতন ভাবে তার স্থিতিকে গভীর সেখানে মহাকাব্যের রূপকের মধ্যেও সমাজ ব্যাস্তবতার পরিচয়কে একালের আলোতেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিছক ভক্তির পরাকাষ্ঠায়, রাম ও রামায়ণ তাঁর কাছে মানবিক আবেদনে নতুন যুগের বার্তাবাহী। সেদিকে একবার দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মন ও মননে রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে। তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ক্রমশ সেই প্রভাবের ছায়া নানা রূপে কায়া বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে ভারতের জীবনচেতনা ও দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের মানবিক গুণের সর্বোত্তম প্রকাশ থেকে রামায়ণের অতুলনীয় প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিতেও সেই রামচন্দ্রের পরিচয় ক্রমশ প্রসারিত হয়। বাল্মীকি, রাম, রামায়ণ ও রামরাজত্বের বিস্তার তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ক্রমশ ফুল-ফলে, শাখা প্রশাখায় বিকশিত হয়েছে। এভাবেই বাল্মীকিপ্রতিভা'' (১৮৮১) গীতিনাট্যে, (১৮৯৭), প্রাচীন ''আত্মশক্তি (১৯০৫), সাহিত্য (১৯০৭), ''পরিচয়'' (১৯১৬), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬) বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধ গ্রন্থে, জাভাযাত্রীর পত্র (১৯২৯) ভ্রমণ সাহিত্যে বা কাহিনী (১৯০০) কাব্যে নানা ভাবে রাম-রামায়ণের কথা উঠে এসেছে। সেখানে যেমন রবীন্দ্রনাথের সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ নিবিড় হয়ে উঠেছে,

তেমনই তাঁর বিরূপ মনোভাবও সংগুপ্ত থাকেনি। রাম চরিত্রের সূর্যদীপ্ত আলোর মধ্যেও গ্রহণের ছায়াও অত্যন্ত প্রকট। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক করে

তুলেছেন। ১৮৯১-এ হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত "দেনাপাওনা" গল্পে সমাজের পণপ্রথার শিকারে নারীজীবনের করুণ পরিণতিকে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ মুন্সিয়ানায় তুলে ধরে শেষে এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়'' -এর নিদান দিয়ে তার ইতি টেনেছেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ নারীদের প্রতি সমাজের রক্ষণশীলতার দৃষ্টি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেক্ষেত্রে নারীজীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় বৈষম্যপীড়িত সমাজের ভূমিকাকে প্রকট করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নারীদের প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দীনহীন ব্রাত্য দৃষ্টিভঙ্গি যে নারীনির্যাতনের মূলাধার, তা সময়ান্তরে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শাস্তির মতো গল্পেই তা প্রতীয়মান। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার আলো প্রসারিত হলেও নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্য বজায় রাখায় আরও বেশি উগ্র রূপ লাভ

স্বপনকুমার মণ্ডল

করে। সেখানে নারীনির্যাতনের বহুমুখী বিস্তার লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। সেই নারীদের দুর্বিষহ জীবনের কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪ তে প্রমথ চৌধুরীর "সবুজ পত্র"-এ একের পর এক গল্পে সবুজ করে তোলেন। ঐ পত্রিকায় অধিকাংশ গল্পেই নারীদের ট্র্যাজিক পরিণতিকে তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে "দেনাপাওনার উত্তরকাণ্ডই হল "হৈমন্তী"। পণের টাকা না পাওয়ায় নিরুপমাকে জীবনপণ করতে হয়েছিল। সেখানে নানাভাবে বিশ হাজার টাকা পণ দিয়েও হৈমন্তীর বাবা হৈমন্তীকে বাঁচাতে পারেননি। হৈমন্তীর শিক্ষাই সেখানে রাম ও রামায়ণের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের ভক্তির প্রাবল্যে নয়, তাঁর যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠ বাস্তবতায় দেখা সমীচীন। রামরাজত্বের সাধ ও স্বপ্নের মধ্যে সমাজের হিতে বিপরীত ছবিও উকি দেয়। সেখানে রক্ষণশীল সমাজের শাসনে ও শোষণে নারীনির্যাতন থেকে

শূদ্রদের প্রতি বর্ণবিদ্বেষের ভয় জেগে আতঙ্কে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্যায়নে বারবার সে কথাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরে আমাদের সচেতন করে তোলায় সক্রিয় হয়েছিলেন, ভাবা যায়!

অশিক্ষার শিকার হয়ে ওঠে। গল্পটির শেষে গল্পকথক তথা হৈমন্তীর স্বামীর মুখেই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের পুরুষশাসিত সমাজবাস্তবতাকে নিবিড় করে তুলেছেন। রামরাজত্বের মধ্যেই যে সীতার নির্বাসন লুকিয়ে ছিল,তাও তাতে বেরিয়ে আসে।

বাবার নিষেধ অমান্য করে স্বামী হয়েও হৈমকে চিকিৎসা করে ভালো করতে না পারার কথা প্রসঙ্গে গল্পকথকের মুখে রবীন্দ্রনাথ রামরাজত্বের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে তার তীব্র সমালোচনার অবকাশ রচনা করেছেন। যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব যদি ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জানো তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে যে। আমিও ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। আর আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। "হৈমন্তী" গল্পটি "সবুজ পত্র" প্রকাশিত হয় ১৩২১-এর জ্যৈষ্ঠে অর্থাৎ ১৯১৪-তে। তার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে লোকরঞ্জনের স্বার্থে শ্রীরামচন্দ্রের মতো মহিমান্বিত চরিত্রের প্রতি মেনে নেওয়ায় দ্বিধাবোধ জেগে উঠেছিল। এজন্য তিনি বারবারই সে বিষয়টির অবতারণা করে তাঁর বিরূপ মনোভাবকে আলোচনার পরিসরে নিয়ে এসেছেন। পঞ্চভূত-এর মধ্যেও তার পরিচয় প্রকট। অপূর্ব রামায়ণ-এ ক্ষিতি সেই সীতার বনবাসের কথা তুলে ধরে। সেখানে অগ্নিপরীক্ষায় সীতার আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠাও ধর্মশাস্ত্রের দলকে তুষ্ট করতে পারেনি। আর তাই প্রেম-নামক সীতাকে শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের মতে লোকরঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আত্মত্যাগকে স্বাভাবিক ভাবতে পারেননি, তা তাঁর সমালোচনা প্রকৃতির মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে ত্রুটিবিচ্যুতি সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সমাজরক্ষার বৃহত্তর ও মহত্ত্বর স্বার্থে প্রজানুরঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রের অবতারণার কথাও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আত্মশক্তি'র স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন। রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নতুন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিত্রগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল। সেক্ষেত্রে রামচন্দ্রের প্রজানুরঞ্জক মহিমা বিস্তার লাভ করলেও তা যে তাঁর মহৎ চরিত্রের পক্ষে আরোপিত সে বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন। মেনে নেওয়া ও মনে না নেওয়ার পার্থক্য বিষয়ে তাঁর অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট। "পরিচয়"-এর ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথ সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে রামচন্দ্রকে রাজার আদর্শ রোল মডেল করে তুলে ধরার

ক্ষেত্রে তাঁর চারিত্রিক মাহাত্ম্যে নারীর প্রতি রক্ষণশীলতা ও শূদ্রের প্রতি বর্ণবিদ্বেষ তথা বর্ণবৈষম্যকে সমাজের স্বার্থে স্বাভাবিকতা লাভ করলেও তা রবীন্দ্রনাথের মননে আরোপিত মনে হয়েছে। তাঁর কথায়। ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে। শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনী সৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচার-রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল।

স্বাভাবিক ভাবেই তাতে যে নারীদের প্রতি রক্ষণশীলতাজনিত অন্যায়-অবিচার থেকে শূদ্রদের প্রতি অমানবিক বর্ণবৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকেও তা নিবিড় ভাবে উঠে এসেছে। সেদিক থেকে নিজেদের সুবিধামতো রবীন্দ্রনাথের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাভক্তিকে ব্যবহার করে তাঁর মূল্যায়নকে যথাযথ ভাবে তুলে না ধরায় তাঁকে অশ্রদ্ধার শিকার করার আয়োজন চলে। শুধু তাই নয়, তাতে রবীন্দ্রনাথকে রামভক্ত করে তোলার প্রবণতায় ভ্রান্তি-বিভ্রান্তির অবকাশ আরও বিস্তার লাভ করে, ঘনীভূত হয়। যে রবীন্দ্রনাথ সতা রে লও সহজে'র পক্ষপাতী, সেই তাঁকেই নির্বিচারে ব্যবহারে অসত্যের সহজ শিকার করে তোলার প্রবণতা আসলে সত্যের অপলাপ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রকে অনেক কাল থেকে অসংখ্য মানুষের গুণে গুণান্বিত মূর্তিতে দেখেছেন। তার সাহিত্যের পথের সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধে সেই সবগুণান্বিত রামচন্দ্রের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন তিনি। সেখানে রামচন্দ্র আমাদের মনের মানুষ থেকে সত্যমানুষ বলে তুলে ধরেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়। মনের কাছের মানুষের মনোহর মূর্তিতে রামচন্দ্রের পরিচয়কে তুলে ধরলেও তাঁকে কখনও আদর্শ প্রতিমায়। মূল্যায়ন করেননি রবীন্দ্রনাথ। সেক্ষেত্রে রাম ও রামায়ণের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের ভক্তির প্রাবল্যে নয়, তাঁর যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠ বাস্তবতায় দেখা সমীচীন। রামরাজত্বের সাধ ও স্বপ্নের মধ্যে সমাজের হিতে বিপরীত ছবিও উকি দেয়। সেখানে রক্ষণশীল সমাজের শাসনে ও শোষণে নারীনির্যাতন থেকে শূদ্রদের প্রতি বর্ণবিদ্বেষের ভয় জেগে আতঙ্কে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্যায়নে বারবার সে কথাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরে আমাদের সচেতন করে তোলায় সক্রিয় হয়েছিলেন, ভাবা যায়।

গরমের সমাধান কি গাছে?

আহমাদ মুদ্দাসসের

প্রচণ্ড গরম পড়লেই আলোচনা ওঠে, গাছ লাগান। বেশি করে গাছ লাগালে গরম কমে আসবে। গরমের সময় এ আলাপ শুরু হলেও বর্ষায় এই গাছ লাগানোর আগ্রহ আর থাকে না। আগ্রহ না থাকার কারণ, শহরে গাছ লাগানোর মতো তেমন কোনো জায়গা অবশিষ্ট নেই। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) ল্যান্ডসেট স্যাটেলাইট বিশ্লেষণ করে এক গবেষণায় বলেছে, ঢাকায় সবুজ এলাকা আছে মাত্র ৭ দশমিক ৯ শতাংশ। গত ২৮ বছরে ঢাকা থেকে অন্তত ৪৩ শতাংশ সবুজ এলাকা ধ্বংস হয়েছে। একই সময়ে ঢাকা থেকে ৮৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ জলাভূমি হারিয়ে গেছে। এ সময়ে নির্মাণ এলাকা বা স্থাপনা বেড়েছে ৭৫ শতাংশ। ঢাকায় ২০ শতাংশ সবুজ এলাকা থাকা প্রয়োজন, সেখানে আছে মাত্র ৮ শতাংশের কম। এখানে আবার কিন্তু আছে। মহানগরের সীমানা সুবিধাজনকভাবে হিসাব করা হয়, যেন কিছু সবুজ এলাকা হিসাবের মধ্যে আসে।

একটা গাছ লাগালে গাছটা বড় হতে ২০ থেকে ৩০ বছর সময় লাগে। ২০ বা ৩০ বছর ধরে একটা গাছকে রক্ষা করা খুব কঠিন। গাছ অনেকটা মানবশিশুর মতো। ছোটবেলায় প্রচুর যত্নের প্রয়োজন হয়। না, গাছকে মানুষের মতো খাইয়ে দিতে হয় না। অন্য কেউ যেমন ছাগল বা গরু এবং সৌন্দর্যবর্ধনের নামে গাছকে যেন কেউ খেয়ে না ফেলে, খেয়াল রাখতে হয়। গাছ লাগানোর জন্য জায়গার প্রয়োজন তো আছেই। এই জায়গাটুকু তো নেই। ইনডোর প্ল্যান্ট বা ছাদবাগান ছায়া দেয়, গরম কমাতে তেমন ভূমিকা রাখে না। কারণ, এর অক্সিজেন তৈরি বা কার্বন শোষণের সক্ষমতা খুব কম। বলা যায়, অতি সামান্য। গাছ কার্বন জমা করে। কার্বন জমা করার সুন্দর উদাহরণ গাছের গুড়ি বা কাঠ। এখন একটা ইনডোর প্ল্যান্টে তুমি কতটুকু কাঠ দেখতে পাও? এবার বুঝতে পারলে কেন ইনডোর প্ল্যান্ট দিয়ে ভালো লাগার বাইরে গরমে কোনো উপকার হয় না? ঢাকায় এখনো সবুজ গাছপালা কেটে এবং জলাশয় ভরাট করে কংক্রিটের স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। পার্ক, খেলার মাঠসহ খোলা জায়গাগুলো কংক্রিট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। এখন কেউ শিশুপার্ক ও আবাহনী মাঠে গেলে নিজের চোখে এটি দেখতে পারবে।

প্রতিনিয়ত এ কাজ চলছে। ঢাকায় সিটি করপোরেশন রাস্তার আইল্যান্ডের সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর জন্য প্রথমেই তারা আইল্যান্ডের বয়সী গাছগুলো কেটে ফেলেছে। নাগরিকদের প্রতিবাদের মুখেও এ কাজ থামেনি। বড় গাছ কেটে ছোট ছোট ফুল গাছ লাগানো হয়েছে। তাদের দাবি, তারা একটি গাছ কাটলে একাধিক গাছ লাগায়। কিন্তু দেখা গেছে, একটি বড় গাছের বদলে কয়েকটি ছোট ফুল গাছ কোনো কাজে আসে না।তোমার প্রশ্ন হতে পারে, গাছ কীভাবে আবহাওয়ায় প্রভাব রাখে? গাছে থাকে প্রচুর পাতা। গাছ প্রস্বেদন করে পাতার ছিদ্রের সাহায্যে। স্টোমাটা নামের পাতার ছোট ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে পানি বের করাকে বলে প্রস্বেদন। পাতা থেকে পানি বাষ্পীভূত হলে গাছের নিচে ঠান্ডা লাগে। প্রখর রোদের দিনে গাছের নিচে বসে থাকতে তাই আমাদের আরাম লাগে। এখন ঢাকার ধানমন্ডির রাস্তার যে আইল্যান্ডে গাছ আছে আর যেখানে নেই, এক রোদের দিনে সেখানে হেঁটে দেখো। তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে, কোন পথটা চলার জন্য স্বস্তির। সমুদ্রের ফাইটোপ্লাঙ্কটন পুরো অক্সিজেন সাইকেলের বড় অংশ তৈরি করে। পৃথিবীর তাপ বেড়ে গেলে সমুদ্রের বিপুল পানির গড় তাপমাত্রা বেড়ে যায়। সামান্য বাড়লেই সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠে। সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম নষ্ট হয়। সমুদ্রের স্রোতোধারা বদলে যায়। একে বলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। সামগ্রিক জলবায়ুতে গাছের ভূমিকা আছে। আমরা ছোটবেলা থেকে জানি, গাছ আমাদের অক্সিজেন সরবরাহ করে, বায়ুর মান উন্নত করে। পানি সংরক্ষণ, মাটি সংরক্ষণ, বন্য প্রাণীর আশ্রয়সহ গাছের কাজের শেষ নেই। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সময় গাছ কার্বন ডাই—অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন উৎপন্ন করে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের মতে, 'এক একর বন বছরে ছয় টন কার্বন ডাই—অক্সাইড শোষণ করে এবং চার টন অক্সিজেন ছাড়ে। ১৮ জনের বার্ষিক চাহিদা মেটানোর জন্য এটি যথেষ্ট। কেউ বলতে পারবে, ঢাকায় কয় একর বন আছে? গাছ, গুল্ম ও ঘাস ধুলা অপসারণ করে। কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই---অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই—অক্সাইডের মতো অন্যান্য দূষক, যেগুলো প্রচুর তাপ ধারণ করতে পারে, এগুলো শোষণ করে বাতাসকে ফিল্টার করে গাছ। গাছে অস্বাস্থ্যকর কণা আটকায়। বৃষ্টি হলে মাটিতে এগুলো ধুয়ে যায়। গাছের বদলে কংক্রিট থাকলে এ প্রক্রিয়া চালু থাকার তেমন সুযোগ নেই।

সূর্যের উজ্জ্বল আলো বা শক্তি শোষণ করে গাছ। বাতাসের প্রবাহ না থাকলে গরম লাগে বেশি। বাতাসের গতি এবং দিককে প্রভাবিত করে গাছ। শুধু মাটির ওপরে নয়, নিচেও পানি ধরে রাখে। এতে পানির স্তর নেমে যায় না। আগেই বলেছি, এই পানির স্তর আবার তাপ শোষণ করে। সূর্য থেকে আসা আলো তাপ বহন করে নিয়ে আসে। এই তাপ ভূমিতে প্রতিফলিত হয়ে ভূমিকে উত্তপ্ত করে। বাতাসের কণা এই তাপ ধরে রেখে পরিবেশকে উত্তপ্ত করে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

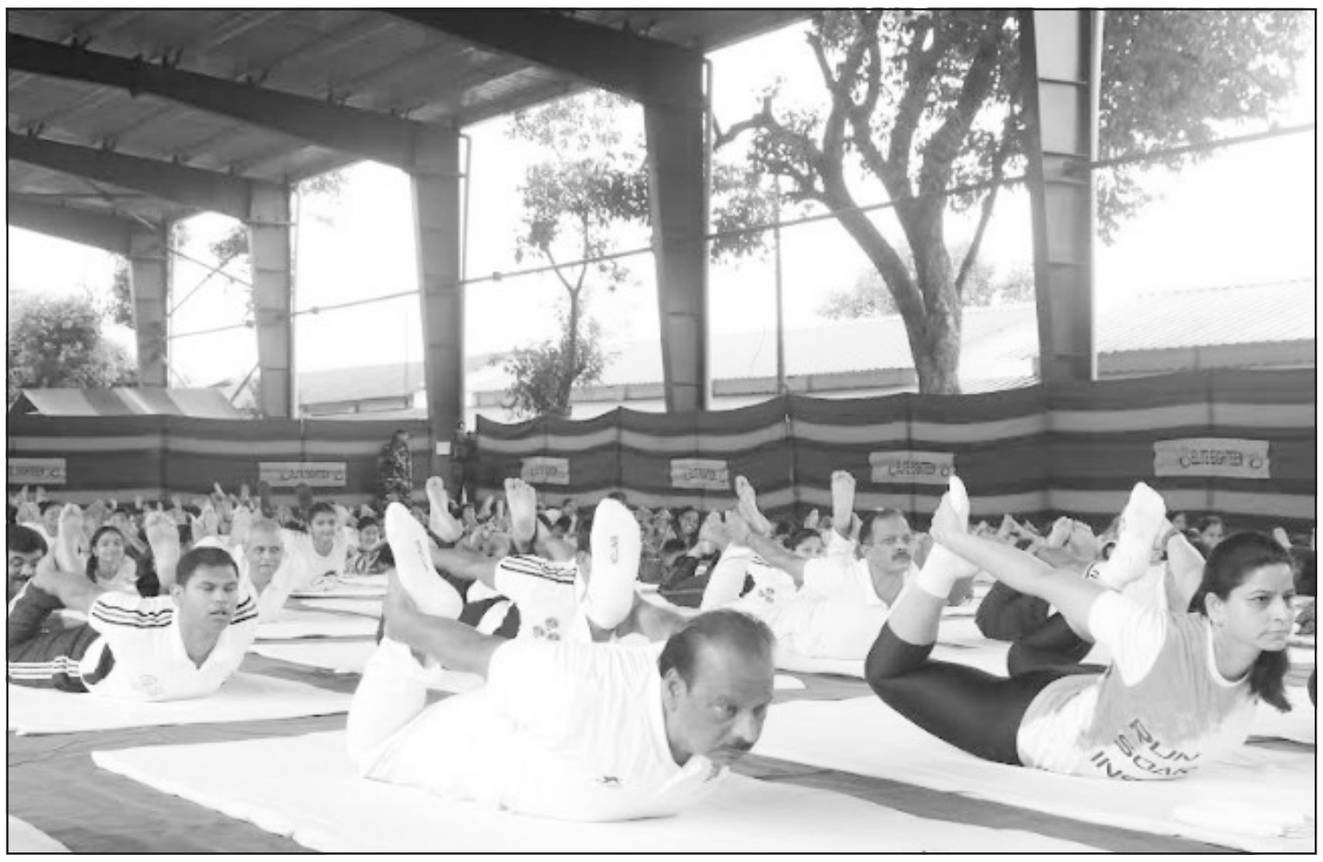

রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে এলিট এইটিন আসাম রাইফেলস কর্তৃক আয়োজিত আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক যোগ কর্মসূচিতে যোগ দেন।

সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পালিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

মালিগাঁও, ২১ জুন, ২০২৪: সুস্থতার জন্য এক বিশ্বব্যাপী উদযাপন হিসেবে ২১ জুন, ২০২৪ তারিখে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (আইডিওয়াই-২০২৪) পালন করা হয়। যোগের গুরুত্ব ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে, সবগুলি ডিভিশনে ও ওয়ার্কশপে যোগ অনুশীলন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৪-এর থিম ছিল "নিজের এবং সমাজের জন্য যোগ"। এই বিষয়টি যোগাভ্যাসের দ্বিগুন উপকার: ব্যক্তিগত সুস্থতা বৃদ্ধি ও বৃহৎ পরিসরে সমাজের উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই থিমটির দ্বারা স্বীকৃত যে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও আত্ম-যত্ন হলো একটি সুখী ও সুস্থ অস্তিত্বের মূল ভিত্তি। উল্লেখযোগ্য, ২০২৪ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হলো এই দিবস পালনের ১০ম বর্ষপূর্তি।

"নিজের এবং সমাজের জন্য যোগ" থিমের সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের কর্মসূচির আয়োজন করা হয় মালিগাঁওস্থিত রেলওয়ে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানে রেলওয়ে আধিকারিকরা ও কর্মচারীরা নিজেদের পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন "আসন" প্রদর্শন করেন। হাজার হাজার রেলকর্মী ও তাঁদের পরিবারবর্গের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনে আইডিওয়াই-২০২৪ পালন করা হয়। ২১ জুন হলো উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে দীর্ঘ দিন। এটি বিকাশ, বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক জগৎ ও নিজের সাথে সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রতীক। যোগের উপকার সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সোসিয়াল মিডিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

খাবারে মিললো মরা ইঁদুর, অভিযোগ আহমেদাবাদের রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে

আহমেদাবাদ, ২১ জুন (হি.স.): রেস্তোরাঁর খাবার থেকে মিলল মরা ইঁদুর। ঘটনাটি ঘটেছে আহমেদাবাদের একটি নামী রেস্তোরাঁয়। খাবারে মরা ইঁদুরের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় (যদিও এই ভিডিও—র সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্থান সমাচার)। এই নিয়ে তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। নেট-নাগরিকরা নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে।

অভিযোগ, ধোসার সঙ্গে দেওয়া সম্বর ডালে মরা ইঁদুর পান এক ক্রেতা। জানা গেছে, ওই ক্রেতা বিষয়টি নিয়ে দোকানের মালিককে জানান। কিন্তু প্রথমে বিষয়টি অবহেলা করে এড়িয়ে যান দোকানের মালিক। তারপরেই গোটা ঘটনার ভিডিয়ো করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ক্রেতা। শুধু তাই নয়, আহমেদাবাদ পুরসভাকে (এএমসি) পুরো বিষয়টি জানান ক্রেতা। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, সকল দোকানের মালিকরা যেন খাবারের গুনমান নিয়ে সতর্ক থাকেন। নাহলে কঠিন শাস্তির মুখে পড়তে হবে। ক্রেতারা যদি সঠিক খাবার না পান তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এবিষয়ে আহমেদাবাদ পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক ভাবিন যোশি বলেন, 'আমি আহমেদাবাদ পুরসভা এলাকার সব ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন করছি, তারা গ্রাহকদের যে খাবার পরিবেশন করেন, সে সম্পর্কে যেন সতর্ক থাকেন। যাতে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো যায়।"

আগামী বুধবার পর্যন্ত বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২১ জুন (হি.স.) : আগামী বুধবার পর্য্যন্ত বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। আগামী বুধবার ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল ২১ জুন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার জন্য। এবার সেই মেয়াদ আরও বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, বাংলায় সাত দফার ভোট মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে।

কিন্তু ভোট মিটতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তি ও গোলমালের অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। এসবের মধ্যে এবার রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সময়সীমা আরও বাড়াল আদালত। মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবীর যুক্তি, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এখনও অশান্তির আবহ রয়েছে এবং বহু মানুষ এখনও ঘরছাড়া বলে দাবি মামলাকারীদের আইনজীবীর। তাঁদের তরফে আদালতে আর্জি জানানো হয়, যাতে এই অভিযোগগুলির তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে দেওয়া হয়। তাদের বক্তব্য, অনেকের প্রাণের প্রশ্ন রয়েছে, সেই কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সময়সীমাও বাড়ানোর জন্য আর্জি জানান মামলাকারী পক্ষ।

অমরনাথ যাত্রা আসন্ন, সার্বিক ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করলেন এডিজিপি

রামবান, ২১ জুন (হি.স.): আর মাত্র কিছু দিন পরই শুরু হচ্ছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। তার আগে শুক্রবার সার্বিক ব্যবস্থাপনা পর্য্যালোচনা করলেন জম্মুর এডিজিপি আনন্দ জৈন। এডিজিপি (জম্মু) আনন্দ জৈন শুক্রবার আসন্ন অমরনাথ যাত্রার ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করেন। তিনি ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক বরাবর চান্দেরকোট এবং রামবানের ল্যাঙ্গার স্থানগুলিও পর্য্যালোচনা করেছেন।

আসন্ন অমরনাথ যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে পরিচালনা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে তিনি উর্ধতিন পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন। এডিজিপি আনন্দ জৈন আরও বলেছেন, 'আমরা অমরনাথ যাত্রার ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করছি। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সেই যাত্রার প্রবাহ যাতে মসৃণ হয় সেজন্য আমরা কাট-অফ সময় বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব। নির্মীয়মান সড়কে আরও পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হবে।' উল্লেখ্য, এ বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে আগামী ২৯ জুন, শেষ হবে ১৯ আগস্ট।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা অধীররঞ্জন চৌধুরীর

কলকাতা, ২১ জুন (হি. স.) : প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিলেন অধীবরঞ্জন চৌধুবী। এবারের ভোটে তৃণমূলের কাছে পরাস্ত হয়েছে অধীর চৌধুরী। নিজের আসনেই পরাস্ত হয়েছেন অধীর। আর এর পরই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়লেন বহরমপুরের পাঁচ বারের প্রাক্তন সাংসদ।

জানা যাচ্ছে, বেশ কয়েকদিন আগেই তিনি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন অধীরবাবু। সূত্রের খবর, অধীর চৌধুরীর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। যদিও এখনও পর্য্যন্ত অফিশিয়ালি কংগ্রেসের তরফে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, এবারের ভোটে বাংলায় একাধিক ইন্দ্রপতনের ছবি ধরা পড়েছে। তার মধ্যে অন্যতম বহরমপুরে নিজের দুর্গ থেকে অধীর চৌধুরীর হার। তৃণমূলের তারকা প্রার্থী প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাস্ত হয়েছেন তিনি। লোকসভা ভোট পরবর্তী সময়ে শুক্রবার কলকাতায় বৈঠকে বসেছিল প্রদেশ কংগ্রেস। সেই বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে অধীর বলেন, "আমি প্রদেশ কংগ্রেস অস্থায়ী সভাপতি। মল্লিকার্জুন খাড়্গে যেদিন থেকে সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছেন, সেদিন থেকে তো ভারতবর্ষের আর কোনও রাজ্যে সভাপতি হয়নি। এবার যখন করবে, তখন দেখতে পাবেন আপনারা। আমি তো অস্থায়ী সভাপতি।"

নিট নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন তেজস্বী

পাটনা, ২১ জুন (হি.স.) : আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব শুক্রবার একহাত নিলেন বিহারের উপ---মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহাকে। ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন তেজস্বী যাদবের সহকারী। তেমনটাই অভিযোগ করেছিলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা।

শুক্রবার এরই পাল্টা হিসাবে তেজস্বী বলেন, কিংপিনকে আড়াল করতেই আমার নাম করা হয়েছে। বিহারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখার পক্ষ থেকে আমার সহকারীর বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি। এই দাবি শুধুমাত্র বিজয় সিনহাই করছেন। আমি উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে বলব যদি এবিষয়ে আমার সহকারীকে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করার হয় তিনি তা করতে পারেন। যদি আমার সহকারী দোষী সাব্যস্ত হয় তবে তাঁকে গ্রেফতার করা হোক। কিন্তু এবিষয়ে আমার নাম টেনে এনে লাভ নেই।

ভূস্বর্গে সন্ত্রাসী হামলায় জঙ্গিদের সহযোগিতা, হেফাজতে ৩

শ্রীনগর, ২১ জুন (হি.স.): উপত্যকার ডোডায় জঙ্গি হামলা হয়েছিল। আর এই ঘটনায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনা জওয়ান মিলিয়ে একাধিকজন আহত হয়েছিলেন। এই ঘটনার পর তল্লাশি অভিযানে নামে পুলিশ। আর তাতেই মিললো সাফল্য। গ্রেফতার করা হলো জঙ্গিদের তিন সহযোগীকে।

জানা যাচ্ছে মুবাশির, সাজ্জাদ এবং সাফদার নামে ৩ জনকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করে তদন্তকারী দল। এই তিনজন জঙ্গিদের মোটা টাকার বিনিময়ে গোপন আস্তানা দেওয়া, খাবার সরবরাহ-সহ একাধিক বিষয়ে সহযোগিতা করেছিল। এরপর সন্ত্রাসী হামলার পরে এই ৩ অভিযুক্ত গা ঢাকা দিয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে।

দু"দিনের সফরে ভারতে এলেন শেখ হাসিনা, স্বাগত জানালেন কীর্তি বর্ধন সিং

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভারত সফরে এলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দু"দিনের ভারত সফর এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন শেখ হাসিনা। এক মাসের ব্যবধানে ফের ভারতে এলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

শুক্রবার বিকেলে দিল্লিতে এসে পৌঁছলে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। দুই দিনের এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ছাড়াও, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গেও সাক্ষাত করার কথা রয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাত করার কথা রয়েছে।

শুক্রবার আগরতলায় জব ফেয়ারে চাকুরীর জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশিরা।

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T NO:- 11/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25
Dated: 14/06/2024

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer(OEM) of Blue Star AC System / Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider or any reputed firm having specified experience in Operation and maintenance of VRF AC System and Service centre in Tripura for the following work:

Name of work: Operation and Comprehensive Annual Maintenance Contract for BVRF AC units installed at High Court Building, Agartala, West Tripura for 01(One) year period

1. Estimated Cost: Rs 14,44,200.00
2. Earnest Money: Rs 28,884.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 28/06/2024 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/366/24

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

EDUCATIONAL NOTIFICATION

This is issued in reference to earlier educational notification vide No. F. 7(14)-DME/ESTT/2024/ 2023-30 dated 07-06-2024 published on 09-06-2024 & 13-06-2024 in local daily Newspaper, the last date of registration period for online registration for GNM (M/F) & ANM (F) courses is extend up to 30-06-2024 at 10. P.M. Date of Interview / Counseling will be declared later on.

ICA/C/359/24

In-Charge, Director of Medical Education
Govt. of Tripura,
Agartala.

F.3(68)-SF/(JMP)/E.TENDER/2024-25/235 Dated. Jampuijala the 19 JUNE.-2024

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

and on **Behalf** of the **Governor of Tripura**, **e-Tender** in Two Bid System is hereby **Invited** from **Bonafide Fish Farmers & Fishery** operative Society, Fishery Entrepreneurs, SHGs for **Supply of Mixed Major Carp Fingerlings /Fish Seeds (7 cm size & ve)** in **Different Areas of Jampuijala Block under Jampuijala Sub-Division, Siepahijala Tripura,** for implementation of various **sciculture Scheme During the Year 2024-2025,** through **e-Procurement website of Government of Tripura, ps://tripuratenders.gov.in.** having Digital Signature Certificate (DSC) issued **from any Agency** authorized by Controller of Certifying ority [CCA], Govt. of India

TIME SCHEDULE OF TENDER:

SL. NO.	PARTICULARS	DATE/TIME
1.	Tender- Publication Date	20 /06/ 2024 at 11:00 Hours
2.	Document Download Start Date	20 /06/ 2024 from 15:00 Hours
3.	Pre Bid Meeting	24 /06/ 2024 at 11:00 Hours
4.	Bid Submission Start Date	25 /06/ 2024 from 11:00 Hours
5.	Document Download End Date	30 /06/ 2024 up to 16:00 Hours.
6.	Bid Submission End Date	01 /07/ 2024 up to 09:00 Hours.
7.	Tender Opening Date	01/07/ 2024 at 12:00 Hours

All the **Above-Mentioned Times** are as per **Clock Time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in.**
The Bid **Documents, Terms & Conditions, Instructions** to Bidder and other Details related to e-Tender **can be Seen** and Obtained **from the website https://tripuratenders.gov.in.**
All Future **Modification/Corrigendum/Addendum,** if any will be **published only** on the above **website.**
Intending **Bidders** can **Participate** on the Bidding through **online** e-procurement **website https://tripuratenders.gov.in only.**

(A. Debbarma)
Suptdt. of Fisheries
Jampuijala, Siepahijala, Tripura

ICA/C-386/24

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO.02/EE(FY)/2024-25
Dated:19/06/2024
NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Executive Engineer, Department of Fisheries, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-

SL No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	TENDER DOCUMENT FEE	EARNEST MONEY
1	DNIT No.EE(FY)/2024-25/03	Rs.5,93,022.00	Rs.1,000.00	Rs.11,860.00
2	DNIT No.EE(FY)/2024-25/04	Rs.7,88,815.00	Rs.1,000.00	Rs.15,776.00

Last date & time for online Bidding : 05/07/2024, upto 3:00 P.M Corrigendum if any will be published only on the above website. Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/377/24

For and on behalf of the Governor of Tripura
(ER. C. REANG)
Executive Engineer
Department of Fisheries
Tripura, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2024-25

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD,.up to 3.00 P.M. on 25/06/2024 for the following work:-

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 200/EE-KLP/PWD (DWS)/2023-24	Rs. 47,53,099.00	Rs. 95,062.00	60 days	Rs. 1000.00
2	DNIe-T No: 201/EE-KLP/PWD (DWS)/2023-24	Rs. 47,53,099.00	Rs. 95,062.00	60 days	Rs. 1000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 25/06/2024 up to 3:00 PM Time and date of opening of bid: 25/06/2024 at 04:00 PM
Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C/389/24

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer DWS Division,
Kalyanpur Khowai Tripura

কাজের সন্ধান

বিই, বিটেক পাশদের থেকে অ্যাফটেক পরীক্ষার মাধ্যমে এয়ারফোর্সে ৩০৪ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ভারতীয় বায়ুসেনা তথা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে ফ্লাইং ব্রাঞ্চ স্টাফ, গ্রাউন্ড ডিউটি স্টাফ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এয়ার ডিসিপ্লিনে বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৬ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত ও অন্যান্য পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। তবে ইতোমধ্যে ৯ আগস্ট থেকে এই অনলাইনে টেস্ট শুরু হতে পারে বলে সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এককথায়, ভারতীয় বিমান বাহিনীতে ৩০৪ জন ফ্লাইং ব্রাঞ্চ স্টাফ, গ্রাউন্ড ডিউটি স্টাফ পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কোনও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কোটা না থাকলেও সামগ্রিক হিসেবে তিন শতাধিক তরুন-তরুণী নিয়োগ করা হবে। এয়ার ডিসিপ্লিনে বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। তবে অধিক নম্বরে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন। প্রার্থিবাছাই করবেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর নির্দিষ্ট রিক্রুটমেন্ট সেল। এয়ার ফোর্স কমন এডমিশন টেস্ট অর্থাৎ অ্যাফকেট পরীক্ষার মাধ্যমে। ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর এয়ার ফোর্স কোর্সে অর্থাৎ এয়ার ডিসিপ্লিনে বিই, বিটেক পাশ ছেলে-মেয়েরা আবেদন করতে পারেন এবং অগ্রাধিকারও পাবেন। প্রার্থীদের বয়স হতে হবে চলতি সময়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৪ এবং ২০ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ ফ্লাইং ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৪ বছর। জন্মতারিখ হতে হবে ০২-০৭-১৯৯৯ থেকে ০১-০৭-২০০৫-এর মধ্যে। গ্রাউন্ড ডিউটির ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৬ বছর। জন্মতারিখ হতে হবে ০২-০৭-১৯৯৭ থেকে ০১-০৭-২০০৫-এর মধ্যে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে উচ্চতায় অন্তত ১৫২ সেমি.। ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪ সেমি ছাড় রয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে ১৪৮ সেমি। ক্রীড়াবিদ্ হলে আরও ২ সেমি ছাড় পেয়ে যাবেন। ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬ এবং ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, তীর্যক চাউনি থাকলে আবেদন করবেন না। রং চেনার উচ্চ ক্ষমতা থাকা দরকার। মূল মাইনে ইত্যাদি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২৮ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ২৮ জুন। উল্লেখ্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে (প্রযোজ্য) পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা ও শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা (পিই এন্ড এমটি), ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। সিবিটি বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার দিন ৯, ১০ ও ১১ আগস্ট স্থির হয়েছে। প্রয়োজনে তা পরিবর্তনও হতে পারে। পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরেই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত অর্থাৎ কার, কবে, কোথায় পরীক্ষা বা র‍্যালী, সেটা কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে। কাগজপত্র পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৬.৩০ মিনিটে ১৬০০ মিটার দৌড়, পুশ-আপ, সিট-আপ, স্কোয়াট ইত্যাদিও রয়েছে। এর আগে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল হতে হবে। ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় ২ ঘন্টা। প্রশ্ন ১০০টি। প্রতি ক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক প্রশ্ন। ভুল উত্তরের জন্য অবশ্যই ০.২৫ শতাংশ হিসেবে নম্বর কাটা যাবে, অর্থাৎ নেগেটিভ মার্কিংও রয়েছে। সবশেষে ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষা। পরীক্ষার সিলেবাস সহ এবিষয়ে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন।

মাধ্যমিক থেকে শুরু, অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে বিএসএফ-এ কনস্টেবল, এস.আই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে সাব-ইন্সপেক্টর (মাস্টার), ইঞ্জিন ড্রাইভার, কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, সাব-ইন্সপেক্টর (মাস্টার), ইঞ্জিন ড্রাইভার, কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল পদে ১৬২ জন নিয়োগ করবে বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুণ-তরুণী প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য।

মোট শূন্যপদ ১৬২টি'র মধ্যে তফশিলি জাতি (এসসি), তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি), ওবিসি এবং ইডব্লিও এস প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত পদও রয়েছে প্রচুর। শূন্যপদের সংখ্যা দপ্তরের প্রয়োজনে বাড়তেও পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তবে শূন্যপদের বিভাজনের নিরিখে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিন্নতর। যেমন, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক অথবা ডিপ্লোমা পাশদের দারুন সুযোগ রয়েছে। সঙ্গে আবশ্যিক কিছু যোগ্যতার কথাও বলা হয়েছে। এগুলো থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আবশ্যিক যোগ্যতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে, তবে সময়ে তা দক্ষতার সহিত শিখে নিতে হবে। বয়স হতে হবে কোনও কোনও পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৫ বছর। আবার কোনও ক্ষেত্রে ২২ থেকে ২৮ বছর। ০১-০৭-২০২৪ তারিখের হিসেবে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন। মূল মাইনে সিপিসি অনুযায়ী লেভেল ৬-এর ভিত্তিতে হেড কনস্টেবল পদের জন্য লেভেল ৪ অনুযায়ী ২৫,৫০০ - ৮১,১০০ টাকা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে লেভেল ৬ অনুযায়ী ৩৫,৪০০ - ১,১২,৪০০ টাকা। আবার লেভেল ৩ অনুযায়ী ২১,৭০০ - ৬৯,১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৮ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি)। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৭১ ও ৭৬ সেমি)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৫ সেমি। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৩ ও ৭৮ সেমি। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫৪ সেমি)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৫ সেমি। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের ক্ষেত্রে অন্তত ৬/৬ ও ৬/৯। চশমা থাকলে চলবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৩০ জুনের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ জুন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, প্রাথমিকভাবে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, স্কিল ট্রেড টেষ্ট ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। এছাড়াও, এবিষয়ে আরও জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে পারেন অথবা কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে যোগাযোগ করে নিতে পারেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **পিওন, নাইট গার্ড, এলডিসি, ইউডিসি (জেলা আদালত, বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রিপাশ পর্যন্ত,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফ্যাকাল্টি, সিনিয়র রেসিডেন্ট (টিএমসি),**
শূন্যপদ ঃ ২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট ডাক্তারি যোগ্যতা পাশ,
বয়স ঃ বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা উল্লেখ নেই,
মেইলে বা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৪ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (জিপমার),**
শূন্যপদ ঃ ১০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এয়ারক্রাফ্ট টেকনেশিয়ান (এয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন,
বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (ইএসআইসি),**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন,
বাছাইকৃতরা সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য ২৬ জুন উপস্থিত থাকবেন, তবে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার (গ্রামীণ ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৯,৯৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট, পিওন, মনিটর, অপারেটর, ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
বেসিল রিক্রুইটার-এর মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ২৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি, পিজি পাশ পর্যন্ত,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (এসবিআই),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক,
বয়স ঃ ২৩-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুন,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফ্লাইং ব্রাঞ্চ স্টাফ, গ্রাউন্ড ডিউটি স্টাফ (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৩০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এয়ার ডিসিপ্লিনে বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৬ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত ও অন্যান্য পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (আর.এম.এল হসপিটাল),**
শূন্যপদ ঃ ১৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুন,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ২৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কললেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর (মাস্টার), ইঞ্জিন ড্রাইভার, কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল (বিএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ১৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, কেমিস্ট (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ বিল্ডার্স)**
শূন্যপদ ঃ ৫১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শিপ বিল্ডার্সে এপ্রেন্টিস নিয়োগ, ত্রিপুরা থেকে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শিপ বিল্ডার্সে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ম্যাজাগন ডক্ শিপ্ বিল্ডার্স লিমিটেডে এপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবীশ পদে ৫১৮ জন নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবেন ম্যাজাগন ডক্শিপ্ বিল্ডার্স লিমিটেডের এক সিলেকশন কমিটি। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের মতো ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ০১-১০-২০২৪ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ২১ বছর। পৃথকপৃথকপদের ক্ষেত্রে বয়স ভিন্নতর। যেমন, গ্রুপ-এ মাধ্যমিক পাশ গ্রুপের ক্ষেত্রে ১৫-১৯ বছর। প্রশিক্ষণ কাল ২ বছর। গ্রুপ-বি আইটিআই পাশ গ্রুপের ক্ষেত্রে ১৬-২১ বছর। প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর। গ্রুপ-সি ৮ম শ্রেণি পাশ গ্রুপের ক্ষেত্রে ১৪-১৮ বছর। প্রশিক্ষণ কাল ১/২ বছর। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ট্রেডভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, লগ অন করে 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। ট্রেড অনুযায়ী শূন্যপদের বিভাজন এই রকম —

সামগ্রিকভাবে মোট ৫১৮টি শূন্যপদের মধ্যে গ্রুপ-এ, ক্রমিক নং (১) ড্রাফ্টসম্যান, শূন্যপদ ২১টি, এর মধ্যে ১০টি অসংরক্ষিত। ৬টি ওবিসি, ২টি ইডব্লিওএস, ২টি এসসি এবং ১টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ৩২টি, এর মধ্যে ১৪টি অসংরক্ষিত। ৯টি ওবিসি, ৩টি ইডব্লিওএস, ৪টি এসসি এবং ২টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (৩) ফিটার, শূন্যপদ ৫৩টি, এর মধ্যে ২৪টি অসংরক্ষিত। ১৫টি ওবিসি, ৫টি ইডব্লিওএস, ৬টি এসসি এবং ৩টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (৪) পাইপ ফিটার, শূন্যপদ ৫৫টি, এর মধ্যে ২৪টি অসংরক্ষিত। ১৬টি ওবিসি, ৫টি ইডব্লিওএস, ৭টি এসসি এবং ৩টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (৫) স্ট্রাকচারেল ফিটার, শূন্যপদ ৫৭টি, এর মধ্যে ২৫টি অসংরক্ষিত। ১৭টি ওবিসি, ৫টি ইডব্লিওএস, ৭টি এসসি এবং ৩টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। গ্রুপ-বি, ক্রমিকনং (৬) ফিটার, শূন্যপদ ৫০টি, এর মধ্যে ২২টি অসংরক্ষিত। ১৫টি ওবিসি, ৪টি ইডব্লিওএস, ৬টি এসসি এবং ৩টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ড্রাফ্টসম্যান, শূন্যপদ ১৫টি, এর মধ্যে ৮টি অসংরক্ষিত। ৪টি ওবিসি, ১টি ইডব্লিওএস, ১টি এসসি এবং ১টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (৮) ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ২৫টি, এর মধ্যে ১২টি অসংরক্ষিত। ৭টি ওবিসি, ২টি ইডব্লিওএস, ৩টি এসসি এবং ১টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (৯) আইসিটিএসএম, শূন্যপদ ২০টি, এর মধ্যে ১০টি অসংরক্ষিত। ৬টি ওবিসি, ১টি ইডব্লিওএস, ২টি এসসি এবং ১টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (১০) ইলেট্রনিক মেকানিক, শূন্যপদ ৩০টি, এর মধ্যে ১৪টি অসংরক্ষিত। ৯টি ওবিসি, ২টি ইডব্লিওএস, ৩টি এসসি এবং ২টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এধরনের শূন্যপদের বিন্যাস আরও জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে হবে। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়সের উর্ধ্বসীমায় তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ছাড় পাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল, শূন্যপদের বিস্তারিত বিন্যাস, যোগ্যতা ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২ জুলাইয়ের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* বহিঃরাজ্যে জেলা আদালতে **পিওন, নাইট গার্ড, এলডিসি, ইউডিসি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রিপাশ পর্যন্ত, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* টিএমসি-তে **ফ্যাকাল্টি, সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য ই-মেইলে বা ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট ডাক্তারি যোগ্যতা পাশ, বয়স ঃ বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা উল্লেখ নেই, মেইলে বা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৪ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* জিপমার-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ **এয়ারক্রাফ্ট টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইএসআইসি-তে **প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন, বাছাইকৃতরা সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য ২৬ জুন উপস্থিত থাকবেন, তবে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* গ্রামীণ ব্যাঙ্কসমূহে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮,৫৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **টেকনেশিয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট, পিওন, মনিটর, অপারেটর, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে বেসিল রিক্রুইটার-এর মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ২৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি, পিজি পাশ পর্যন্ত, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* এসবিআই অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক, বয়স ঃ ২৩-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুন, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **ফ্লাইং ব্রাঞ্চ স্টাফ, গ্রাউন্ড ডিউটি স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এয়ার ডিসিপ্লিনে বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৬ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত ও অন্যান্য পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * আর.এম.এল হসপিটালের অধীনে **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুন, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কললেটারে জানানো হবে।

* বিএসএফ-এ **সাব-ইন্সপেক্টর (মাস্টার), ইঞ্জিন ড্রাইভার, কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুন, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার, কেমিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে শিপ বিল্ডার্স-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস নেট পরীক্ষা বাতিলের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ১০ বছরের ঐতিহাসিক যাত্রা পূর্ণ করেছে : প্রধানমন্ত্রী

শ্রীনগর, ২১ জুন (হি.স.): আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি এবার হল শ্রীনগরে। শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রতে যোগ অনুশীলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ডাললেকের তীরে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজনও উপস্থিত থেকে যোগাভ্যাস করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'আমরা শ্রীনগরের শক্তি অনুভব করতে পারি, যা আমরা যোগের মাধ্যমে অর্জন করি। যোগ দিবসে আমি দেশবাসীকে এবং বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে যোগব্যায়াম করা মানুষজনকে শুভেচ্ছা জানাই। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ১০ বছরের ঐতিহাসিক যাত্রা পূর্ণ করেছে। ২০১৪ সালে, আমি রাষ্ট্রসংঘে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ভারতের এই প্রস্তাব ১৭৭টি দেশ সমর্থন করেছিল এবং এটি এমনিতেই একটি রেকর্ড ছিল। তারপর থেকে যোগ দিবস নতুন রেকর্ড তৈরি করছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এই বছর ভারতে, ফ্রান্সের একজন ১০১ বছর বয়সী মহিলা যোগ শিক্ষিকাকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছিল। তিনি কখনই ভারতে আসেননি, তবে তিনি যোগ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এখন সারা বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগব্যায়াম নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। গবেষণা পত্র প্রকাশিত হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিগত ১০ বছরে, যোগের প্রসার যোগব্যায়াম সম্পর্কিত ধারণাকে বদলে দিয়েছে। এখন বিশ্ব দেখছে একটি নতুন যোগ অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতে ঋষিকেশ এবং কাশী থেকে কেরল, যোগ পর্যটনের একটি নতুন সংযোগ দেখা যাচ্ছে। সারা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা ভারতে আসছেন, কারণ তাঁরা ভারতে নিখুঁত যোগব্যায়াম শিখতে চায়...লোকজন এমনকি নিজেদের ফিটনেসের জন্য ব্যক্তিগত যোগ প্রশিক্ষকও রাখছে...এই সবই যুবকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।'

জলসঙ্কট ইস্যুতে অনির্দিষ্টকালীন অনশনে অতিশী, ট্যাঙ্কার মাফিয়াকে একহাত মনোজের

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): তীব্র জলসঙ্কটে ভুগছেন দিল্লিবাসী। ইতিমধ্যেই রাজধানীর জল সমস্যা মেটাতে হরিয়ানাকে প্রতিদিন ১০০ মিলিয়ন গ্যালন জল ছাড়ার অনুরোধ করেছে দিল্লির এএপি সরকার। এবার সেই বিষয়ে হরিয়ানার বিজেপি সরকারের উপর চাপ তৈরির কৌশল নিল এএপি শিবির। শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসলেন মন্ত্রী অতিশী মারলেনা।

তিনি ছাড়াও শুক্রবার অনশন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল-পত্নী সুনীতা, এএপি নেতা সঞ্জয় সিং-সহ দলের অন্যান্য বিধায়ক। অনশনে বসার আগে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানান অতিশী ও অন্যান্যরা। সুনীতা কেজরিওয়াল এদিন বলেন, 'কেজরিওয়াল বলেছেন "আমি যখন টিভিতে দেখি, দিল্লির মানুষ যেভাবে জলের ঘাটতির কারণে ভুগছেন, তা আমাকে কষ্ট দেয়। আমি আশা করি অতিশীর "তপস্যা" সফল হবে এবং দিল্লিবাসী স্বস্তি পাবে। আমি সকলের মঙ্গল কামনা করি।'

সঙ্গীতের কোনও ভৌগোলিক সীমানা হয় না, বিশ্ব সঙ্গীত দিবসে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ জুন (হি.স.): জুন মাসের ২১ তারিখ দিনটি বিশ্ব সঙ্গীত দিবস হিসেবে পালিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে বিশ্বের সঙ্গীতপ্রেমী মানুষদের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, 'বিশ্ব সঙ্গীত দিবসে পৃথিবীর কোটি কোটি সঙ্গীতপ্রেমী মানুষকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ সঙ্গীতের সার্বজনীন ভাষাকে স্মরণ করার দিন। আমি সবসময়ই মনে করেছি, সঙ্গীতের কোনও ভৌগোলিক সীমানা হয় না। আবহমান কাল ধরে আমাদের হৃদয়ে এর স্থান। সঙ্গীতের ঝংকারেই মূর্ত হয় শান্তি, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি। আমি যখন গান লিখি এবং সুর সৃষ্টি করি, তখন আমি বাংলার সেই চিরায়ত আত্মার সঙ্গেই সংযুক্ত বোধ করি, যার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সঙ্গীতে। শুভেচ্ছাবার্তার পাশাপাশি নিজের লেখা ও সুর করা একটি গানও পোস্ট করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, গানটি গেয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা গায়ক বাবুল সুপ্রিয়।

বিষমদ কাণ্ডে বিবৃতি স্ট্যালিনের, সরকারের পদক্ষেপের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

চেন্নাই, ২১ জুন (হি.স.): তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচি জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবার বিধানসভায় বিবৃতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন বলেছেন, কাল্লাকুরিচি জেলা কালেক্টরকে বদলি করা হয়েছে। সাসপেন্ড করা হয়েছে কাল্লাকুরিচির এসপি-কে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদেরও বরখাস্ত করা হয়েছে। মামলাটি সিবিসিআইডি (ক্রাইম ব্রাঞ্চ)—এ স্থানান্তর করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সবচেয়ে খারাপভাবে প্রভাবিত করে এমন মাদকের হুমকি রোধে আমরা কার্যকরভাবে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন আরও বলেছেন, '১৯ জুন কাল্লাকুরিচিতে বিষাক্ত অবৈধ মদের সঙ্গে মিথানল মেশানো খেয়ে ৪৭ জন মারা যান। এটা যন্ত্রণাদায়ক।' এদিকে, কাল্লাকুরিচি জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৪৭-এ পৌঁছেছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত ৩ জনকে ১৫-দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

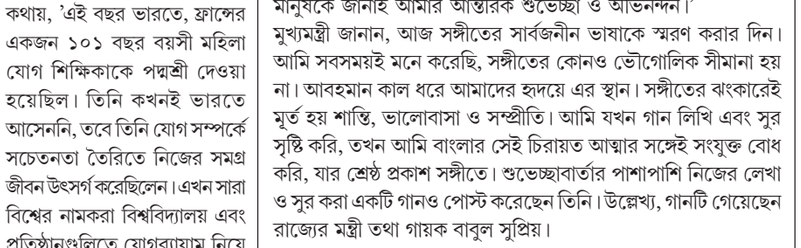

বজ্রপাতের সময় নিম্নলিখিত সতর্কবার্তাগুলো অনুসরণ করতে হবে

- দালান বা পাকা ভবনের নীচে আশ্রয় নিতে হবে।
- জল থেকে দূরে থাকতে হবে।
- পরস্পর থেকে দূরে থাকতে হবে।
- উঁচু গাছপালা ও বিদ্যুতের লাইন থেকে দূরে থাকতে হবে।
- বজ্রপাতে সময় নীচু হয়ে বসতে হবে।
- জানালা থেকে দূরে থাকতে হবে।
- বজ্রপাতের লক্ষণগুলি জানতে হবে।
- ধাতব বস্তু স্পর্শ করা উচিত নয়।
- বাড়িকে বজ্রপাত সুরক্ষিত করতে হবে।
- বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র থেকে দূরে থাকতে হবে।
- বজ্রপাতের সময় খালি পায়ে চলা ঠিক নয়।
- খোলা ও উঁচু জায়গায় যাওয়া ঠিক নয়।
- ঘর থেকে বেরোনোর পূর্বে ঝড়ের পূর্বাভাস সম্বন্ধে জানতে হবে।
- বৈদ্যুতিক পিলার থেকে দূরে থাকতে হবে।
- বজ্রপাতের আগাম সূচনা পেতে 'Damini' মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করুণ।

ICA-D-352-24 সৌজন্যে ঃ রাজস্ব দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে পুরীর সমুদ্র সৈকতে বালু-ভাস্কর্য সুদর্শন পট্টনায়কের

পুরী, ২১ জুন (হি.স.) : শুক্রবার (২১ জুন) দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। যোগ দিবস উপলক্ষে পুরীর সমুদ্র সৈকতে এক অপরূপ ভাস্কর্য গড়লেন বালু-শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক।

কমবেশি প্রায় সব উৎসবেই নিজের হাতের ছোঁয়ায় পুরীর সমুদ্রসৈকতে বালু-ভাস্কর্য গড়েন সুদর্শন পট্টনায়ক। এবারও তার অন্যথা হল না। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রঙ এবং বালির মিশ্রণে তৈরি তাঁর এই সুন্দর ভাস্কর্য এদিন নজর কেড়েছে সবার।

আবহাওয়ার পরিবর্তন দিল্লিতে, স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.) : দীর্ঘ অসহনীয় গরমের পর অবশেষে স্বস্তি পেল রাজধানী দিল্লি। শুক্রবার দুপুরে স্বস্তির বৃষ্টি হল রাজধানীতে, সমগ্র দিলি-এনসিআর অঞ্চলেই শুক্রবার বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে হরিয়ানার গুরুগ্রামেও। এই বৃষ্টির সৌজন্যে একপ্রকার প্রাণ ফিরে পেলেন দিল্লিবাসী।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে অসহ্যকর গরমে শাস্তি পেয়েছেন দিল্লিবাসী, এই গরমের মধ্যে জল সঙ্কট আরও তীব্র হয়। এমতাবস্থায় শুক্রবার দুপুরের পর থেকে আবহাওয়া বদলে যায় দিল্লিতে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে সমগ্র দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলেই।

তিন আইনের বিরোধিতায় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর, দিন পিছোনোর আর্জি

কলকাতা, ২১ জুন (হি.স.): আগামী ১ জুলাই থেকে দেশে লাগু হতে চলেছে নতুন ফৌজদারি আইন। এগুলি হল- ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (২০২৩), ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (২০২৩), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (২০২৩)। এর সরাসরি বিরোধিতা করে এবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই তিনটি আইন লাগুর দিন পিছোনোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত বছর কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই এই তিনটি বিল আইনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এর বিরোধিতার ফলে সংসদের দুই কক্ষ থেকেই ১৪৬ সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়। ঘটনার পর তোলপাড় শুরু হয়েছিল দেশে। চিঠিতে গতবছরের সেই ঘটনার কথা প্রধানমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন মমতা। মোদীকে ওই তিন আইন বাস্তবায়নের দিন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে নতুন করে আলোচনার জন্য নবনির্বাচিত সাংসদদের সামনে ওই তিন আইন উপস্থাপনের আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

প্রজ্জ্বল রেভান্নাকে তদন্তের জন্য তাঁর বাসভবনে নিয়ে গেল এসআইটি

বেঙ্গালুরু, ২১ জুন (হি.স.): যৌন কেলেঙ্কারির মামলায় অভিযুক্ত প্রজ্জ্বল রেভান্নাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। তারই মাঝে তদন্তের জন্য তাঁকে শুক্রবার নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। যৌন নিপীড়ন এবং ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত বরখাস্ত জেডি(এস) নেতা প্রজ্জ্বল রেভান্নাকে তদন্তের জন্য এদিন এসআইটি তাঁকে তাঁর নিজের বাসভবনে নিয়ে আসে।

উল্লেখ্য, প্রজ্জ্বলের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি এবং ধর্ষণ-সহ একাধিক মামলা রয়েছে। প্রজ্জ্বলের বিরুদ্ধে ও তার বাবা এইচডি রেভান্নার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও অপহরণের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রুজু হয় কিছুদিন আগে। প্রজ্জ্বল বিদেশ থেকে বেঙ্গালুরুর বিমানবন্দরে অবতরণের পরপরই তাঁকে গেফতার করা হয়।

কাঙ্কের : মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত বিএসএফের ৯৪ ব্যাটালিয়নের জওয়ান

কাঙ্কের, ২১ জুন (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলার পাখাঞ্জুর থানার অন্তর্গত মারবেদা ক্যাম্পের ৯৪তম ব্যাটালিয়নের জওয়ান মদন কুমারের মাথায় গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে। কারা ওই সেনাকে গুলি করেছে তা জানা যায়নি। পাখাঞ্জুর এএসপি প্রশান্ত কুমার শুক্লা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিএসএফ-এর ৯৪ তম ব্যাটালিয়নে কর্মরত মদন কুমার শুক্রবার ডিউটিতে থাকা অবস্থায় মলত্যাগ করতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও ওই জওয়ান ফিরে না আসায় তার সহকর্মীরা তাকে খুঁজতে যায়। সেই সময় জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূরে ওই জওয়ানের দেহ পাওয়া যায়। জানা গেছে, মাথায় গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে জওয়ানের। পুলিশ ওই জওয়ানের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

কারা ওই জওয়ানকে গুলি করেছে তা খতিয়ে দেখছে পাখাঞ্জুর পুলিশ।

কেজরিওয়ালের জামিনের নির্দেশে ইডি স্থগিতাদেশ চাওয়ায় গর্জে উঠলেন স্ত্রী সুনীতা

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): তাঁর স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হচ্ছে, যেন তিনি একজন "জঙ্গি"। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন মঞ্জুর হওয়া রায়ের বিরুদ্ধে ইডি আদালতে আবেদন করতেই তোপ দাগলেন সুনীতা কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা বলেন, আদালতের ওয়েবসাইটে তাঁর স্বামীর জামিন মঞ্জুর হওয়ার রায় আপলোড হওয়া আগেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তার বিরোধিতা করে। রায় আপলোড হওয়ার আগেই তাকে চ্যালেঞ্জ করে ইডি আদালতে যায় বলে দাবি করেন কেজরিওয়াল-পত্নী।

উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বৃহস্পতিবার ১ লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন দিয়েছিল রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। শুক্রবার দুপুরের মধ্যেই তাঁর জেল থেকে বেরিয়ে আসার কথা ছিল। তবে ইডি ওই নির্দেশে স্থগিতাদেশ চেয়ে এবং জামিনের বন্ডে স্বাক্ষরের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় দাবি করে।

এতেই আটকে গেছে কেজরির মুক্তি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে ১০ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে অংশ নিয়েছেন।

নিট-ইউজি কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া স্থগিত করতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট, নোটিশ এনটিএ-কে

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): সুপ্রিম কোর্ট আবারও নিট-ইউজি ২০২৪ কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া স্থগিত করতে অস্বীকার করল। পাশাপাশি নিট পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে নোটিশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে আগের আবেদনগুলির সঙ্গে নতুন আবেদনগুলি ট্যাগ করে এবং ৮ জুলাই শুনানির জন্য পোস্ট করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকার নিট-ইউজি কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় শুক্রবার স্থগিতাদেশ জারি করল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় নিটের আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) থেকে জবাব চেয়েছে শীর্ষ আদালত। এবিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ৮ জুলাই।

ঢাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনায় যোগ দিবস উদযাপন, যোগ চর্চায় বিপুল সংখ্যক মানুষ

ঢাকা, ২১ জুন (হি.স.) : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। যোগ চর্চায় বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের উদ্যোগে রাজধানীর মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপিত হয়েছে। শুক্রবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার যোগপ্রেমী অংশ নেন।

যোগ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ঢাকার ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় হাইকমিশনার ডঃ বিনয় জর্জ বলেন, যোগব্যায়াম ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য একযোগে একটি শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। তিনি সুস্থ থাকার জন্য সবাইকে যোগ ব্যায়াম করার জন্য আহ্বান জানান। ২১ জুন দিনটি বিশ্ব জুড়ে ১০-তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে এ বিশেষ দিনটি উদযাপন করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মানবতা ও বিশ্বকে ভারতের দেওয়া অনন্য উপহার যোগ : অমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ২১ জুন (হি.স.): মানবতা ও বিশ্বকে ভারতের দেওয়া অনন্য উপহার যোগ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, সমগ্র বিশ্ব যোগকে গ্রহণ করেছে। দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার গুজরাটের আহমেদাবাদ যোগাভ্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নানা ধরনের যোগ চর্চা করেন তিনি।

পরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'যোগ হল মানবতা এবং বিশ্বের জন্য ভারতের উপহার। বিশ্ব যোগকে গ্রহণ করেছে...আজ ১ কোটিরও বেশি মানুষ যোগ অনুশীলন করেছেন।

নভি মুম্বইয়ের গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন

মুম্বই, ২১ জুন (হি.স.): সাতসকালে বিধ্বংসী আগুন নভি মুম্বইয়ের তালোজা এলাকায়। জানা যাচ্ছে, শুক্রবার এখানের একটি স্ক্র্যাপ গোডাউন থেকে আগুন বেরোতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। হতাহতের কোনও খবর নেই।

জানা গেছে, গোডাউনে দাহ্য পদার্থ বেশি থাকার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। গোডাউনে আগুন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অনেকে। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। কীভাবে আগুন লাগল সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। দমকল দফতরের তরফে জানা গেছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ঘটনার তদন্ত হবে।

শুক্রবার আগরতলায় পকশো আইন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে শুক্রবার শ্রীনগরে সেল্ফি তুলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি - পিআইবি।

নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ১৯৯৯ ব্যাচের প্রাক্তনীদের সম্মেলন

আগরতলা : পঁচিশ বছর বাদে আবারও একসাথে সম্মিলিত হয়েছেন নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ১৯৯৯ ব্যাচের প্রাক্তনীরা। বিদ্যানিকেতনের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আবারও তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সম্মেলনকে স্মরণীয় করে রাখতে বিদ্যানিকেতনের কম্পিউটার স্মার্ট রুমের জন্য গ্রিলের দরজা লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাঁরা। এছাড়াও, বিদ্যানিকেতনের গ্রন্থাগারের জন্য জোড়া টেবিল ও বেঞ্চ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁরা। বিদ্যানিকেতনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও দায়বদ্ধতা থেকে ইতিপূর্বে একাধিকবার এগিয়ে এসেছেন ওই ব্যাচের প্রাক্তনীরা। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তনীরা মনে করেন, এই বিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। তাই, বিদ্যানিকেতনের জন্য কিছু করার সুযোগ হলেই নিজেদের গর্বিত বোধ করেন তাঁরা। জনৈক প্রাক্তনী জানিয়েছেন, ইতিপূর্বে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য খাবার পর হাত ধোয়ার জন্য জলসংযোগ, পানীয় জলের জন্য লাইফগার্ড এবং খেলার সামগ্রী আমাদের ব্যাচের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতে তাঁদের বিশ্বাস, বিদ্যানিকেতনের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রমাণে আগামী প্রজন্মও উদ্বুদ্ধ হবে। শুধু তাই নয়, বিদ্যানিকেতনের সমস্ত প্রাক্তনীরা এভাবেই এগিয়ে এসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। এভাবে, বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের বোর্ড পরীক্ষায় সুনামের সাথে সাফল্য অর্জনে সামান্য অবদান রাখা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, গত ১৬ জুন নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ১৯৯৯ ব্যাচের প্রাক্তনীরা সম্মিলিত হয়েছিলেন। বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গণে আবেগঘন মুহুর্তের মধ্যে দিয়ে তাঁরা ওই দিনটি অতিবাহিত করেছেন।

টানা আট দিন পর দেখা রোদের, নদীতে কমছে জল, করিমগঞ্জে সামান্য উন্নতি বন্যা পরিস্থিতির

।। স্নিগ্ধা দাস।।

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ জুন (হি.স.) : টানা আট দিন পর, গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে দেখা মিলেছে রোদের। ফলে করিমগঞ্জ জেলার প্রধান তিনটি নদী লঙ্গাই, কুশিয়ারা এবং সিংলার জল কমছে। তাই কিছুটা উন্নতি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতির। তবে কিছু কিছু নতুন নতুন নিচু এলাকায় জল ঢুকছে বলে খবর পাওয়া গেছে।এদিকে বৃষ্টির জমা জল এবং বন্যায় জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয় জলমগ্ন হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে গত ১৯ জু থেকে ২২ জুন পর্যন্ত জেলার সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করেছিলেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব।বন্যার দরুন সুপ্রাকান্দি এলাকার বহু মানুষ আজও জাতীয় সড়কে অস্থায়ী তাবু খাটিয়ে অবস্থান করছেন। তবে গতকাল বৃহস্পতি এবং আজ শুক্রবার, দুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় বানভাসিরা স্বগৃহে ফেরার কিছুটা আশার আলো দেখছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে এফএন রোডের প্রথম কিলোমিটার অংশ বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছিল। বিপজ্জনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের সুরক্ষার খাতিরে ওই সড়ক দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল পূর্ত দফতর। এছাড়া বাগুয়া সড়ক হয়ে বিএ সড়ক থেকে রুপসিবাড়ি কুচিরকোণা সড়ক এবং নয়াগ্রাম থেকে টিকরপাড়া সড়কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।করিমগঞ্জ জেলা পুলিশ প্রশাসন সুপ্রাকান্দি থেকে পোয়ামারা পর্যন্ত জাতীয় সড়কে সব ধরনের যানবাহনের চালককে গতি নিয়ন্ত্রণ করে চলাচল করতে আহ্বান জানিয়েছে।উত্তর এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জের বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ সহ জেলা বিজেপি নেরারা। বিভিন্ন শিবিরে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন, সুপ্রাকান্দি জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থানকারী মানুষজনের মধ্যে ত্রিপল বণ্টন সহ অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি পাঠকের সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন সাংসদ কৃপানাথ।তাছাড়া শুক্রবার লঙ্গাই রেলস্টেশন সহ শহরের বেশ কয়েকটি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করে বন্যার্তদের খোঁজ নিয়েছেন জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব। বানভাসিদের সেবায় পানীয় জল এবং রান্নাকৃত খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের করিমগঞ্জ ডিভিশনের পক্ষ থেকে।জেলা কংগ্রেস, বিজেপি যুবমোর্চা, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিলি করা হচ্ছে।গত ৪৮ ঘণ্টায় জেলায় বৃষ্টিপাত না হওয়ায় আজ শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত লঙ্গাই নদীর জলস্তর ২২.৪৪ মিটার, সিংলার ১৭,৫১৫ মিটার এবং কুশিয়ারা নদীর জলস্তর ১৫.৫৪ মিটার।আসাম স্টেট ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এএসডিএমএ)-র বুলেটিনে জানানো হয়েছে, করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি রাজস্ব সার্কলের ২৭৯টি গ্রাম এখনও জলের তলায়। উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে সীমান্ত শহর, উত্তর এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জের। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে ১,৩৯৮.০৫ হেক্টর চাষের জমি জলে ভাসছে।প্রাপ্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, রামকৃষ্ণনগর রাজস্ব সার্কলে ৫২,৫৬১, পাথারকান্দিতে ১৪,৭৪৩, বদরপুরে ৩৯,৫০২, নিলামবাজারে ৫৮,৪৩৩ এবং করিমগঞ্জ সদর রাজস্ব সার্কলে ৮৯, ৩৮৩ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে, করিমগঞ্জ জেলায় বন্যার কবলে পড়েছেন ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬২২ জন। ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে যতাক্রমে পাথারকান্দিতে একটি, রামকৃষ্ণনগরে ১২টি, নিলামবাজারে ২০টি, বদরপুরে ১৩টি এবং করিমগঞ্জ সদর সার্কলের অধীনে ৩৪টি। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোট ৮০টি আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। আজ আরও পাঁচটি নিয়ে মোট ত্রাণ শিবিরের সংখ্যা ৮৫। সব মিলিয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন ১১ হাজার ৪৭৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৪.৫৩৮, মহিলা ৩.৪৭৯, শিশু ৩.৪৪৩, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ১৭ এবং বিশেষভাবে সক্ষম দুজন। তাছাড়া জেলায় মোট রিলিফ সেন্টার রয়েছে ৪৯টি। ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল টিম রয়েছে ১১টি।বন্যায় প্রভাবিত মানুষজনকে ত্রাণ শিবিরে প্রশাসনের তরফ থেকে তিনদিনের জন্য থেকে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিলি করা হয়েছে। পাশাপাশি সবকয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সচিব মারফৎ ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। মানুষের পাশাপাশি গবাদি পশুকে বাঁচাতে উদ্ধার অভিযান চালিয়েছে এসডিআরএফ।

জেলাশাসক মৃদুল যাদব জানান, জেলার বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া রয়েছে। বন্যার্তদের সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গতদের উদ্ধারকার্য, ত্রাণ শিবির খোলা, ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন, মেডিক্যাল টিমের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হচ্ছে। দরকার হলে ত্রাণ শিবিরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। জেলায় নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পর্যাপ্ত ভাণ্ডার মজুত রয়েছে। পাশাপাশি রান্নার গ্যাস ও পেট্রোল-ডিজেলেরও পর্যাপ্ত পরিমণে মজুত রয়েছে, জানান জেলাশাসক মৃদুল যাদব। তিনি বলেন, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। শনবিল সহ নদী সংলগ্ন এলাকাগুলির মানুষজনকে সতর্ক থাকতে মাইকযোগে প্রচার করা হচ্ছে।

করিমগঞ্জে ১০ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন

করিমগঞ্জ (অসম) ২১ জুন (হি.স.) : শুক্রবার ১০ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয়েছে করিমগঞ্জে। এই উপলক্ষে করিমগঞ্জ জেলার মূল অনুষ্ঠান করিমগঞ্জের স্টিমারঘাট রোডস্থিত নীলমনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পাশে থাকা আইডব্লুউএআই বা ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষের গুদাম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় আয়ুষ মিশন দ্বারা আয়োজিত এবং করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য সমিতির সহযোগিতায় শুক্রবার সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

এতে আসাম রাজ্যিক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সিইও লক্ষীনন্দন শহরিয়া, অতিরিক্ত আয়ুক্ত রংবামন টেরন, স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালক সুমনা নাইডিং, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের ডিপিএম হানিফ মোহম্মদ কৌশর আলম, ডিএমই সুমন চৌধুরী, আয়ুষ বিভাগের জেলা নোডাল অফিসার জামাল আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি, অনুষ্ঠানে করিমগঞ্জের যোগাসন ট্রেনিং সেন্টার, মহর্ষি যোগা বিদ্যালয়, পতাঞ্জলি যোগা সমিতি ও নেতাজি ব্যায়াম সংঘের যোগা প্রশিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। এতে 'নিজের ও সমাজের জন্য যোগাসন' এই থিম নিয়ে অনুষ্ঠিত যোগ দিবসের এই অনুষ্ঠানে সকাল ৭টা থেকে জেলা আয়ুক্ত সহ উপস্থিত সবাই যোগ প্রশিক্ষকদের তদারকিতে যোগাসনের বিভিন্ন আসন, মুদ্রা ইত্যাদির চর্চা করেন।

অনুষ্ঠানে জেলা আয়ুক্ত সুস্থ মন ও সবল শরীর গড়ে তোলার জন্য সবাইকে নিয়মিত যোগাভ্যাস করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি শরীর নিরোগ রাখতে যোগাসনের ভূমিকা অপরিসীম বলে বর্ণনা করেন। তাই তিনি যোগাভ্যাসের বার্তা সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে দিতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এদিনের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে গত ১৬ জুন তারিখে জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত যোগাসন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এতে এ গ্রুপে-প্রথম দেবজ্যোতি রায়, দ্বিতীয় সপ্তর্ষি দাস, তৃতীয় সমৃদ্ধি দাস। বি গ্রুপে-প্রথম পলক কুরি, দ্বিতীয় পূর্বা দাস, তৃতীয় কৃতিকা দাস। সি গ্রুপে-প্রথম তাপস নমঃশূদ্র, দ্বিতীয় বিজয়া তালাপত্র, তৃতীয় কুঞ্জমালা বর্মন এবং ডি গ্রুপে প্রথম সীমা মালাকারের হাতে শংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

প্রস্তুতি শুরু

● **প্রথম পাতার পর** চক্রবর্তী বলেন, খারচি উৎসবকে সামনে রেখে এদিন পশ্চিম জেলা প্রশাসনের অফিসে কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।এদিনের বৈঠকের চেয়ারম্যান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তাছাড়া, উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় বিশাল কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, জিরানিয়া মহাকুমা শাসক, পুরাতন আগরতলার ব্লক আধিকারিক সহ পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক।এদিন রতন চক্রবর্তী বলেন, এ বছর খারচি উৎসবে বার্তা রাখা হয়েছে 'গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও"। সাত দিন ব্যাপী এই উৎসবে মেলা কমিটি ১৫ হাজার গাছের চারা বিতরণ করবে। আমাদের সবুজ পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে উৎসব মুহূর্তে জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া খার্চি পূজা এবং উৎসবে ৭ দিনব্যাপী আনন্দমেলার আয়োজন থাকবে। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবে প্রতিবছরের মতো এবারও দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভিড় জমবে বলে চেয়ারম্যান রতন চক্রবর্তী আশা ব্যক্ত করেছেন।

শ্রমিক

● **প্রথম পাতার পর** নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিতাধীন আছেন। কিন্তু কিভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন তা এখনো জানা যায় নি।

এফিডেভিট

আমি আকাশ চৌধুরী, বয়স-৪০ পিতা-মৃত চারু মিয়া, থানা-সোনামুড়া, সিপাহিজলা, ত্রিপুরা, ধর্ম- মুসলিম, পেশা-ব্যবসায়িক, ভারতীয় নাগরিক।

আমি আকাশ চৌধুরী। আমার যত সরকারি যাবতীয় কাগজপত্রে আমার নাম ফারুক শিয়ান এবং কিছু কাগজে আকাশ চৌধুরী রয়েছে। তাই এক নোটারী এফিডেভিট মূলে আমার নাম সংশোধন করেছি। তাই এখন থেকে ফারুক শিয়ান এবং আকাশ চৌধুরী একই ব্যক্তি। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

Sd/-
Akash Chowdhury

ডিজিপি অনুরাগ

● **প্রথম পাতার পর** ন্যায়বিচার পাওয়া নিশ্চিত হবে এবং জনগণ জিরো এফআইআর- এর সুবিধা নিতে পারবে। তিনি বলেন, নতুন আইনের আওতায় জিরো এফআইআর দায়ের করার সুবিধা এই যে, প্রয়োজন হলে যে কোনো নাগরিক দেশের যে কোনো প্রান্তে বসে পুলিশের কাছে অভিযোগ বা এফআইআর দায়ের করতে পারবেন এবং ডিজিট্যাল মাধ্যমে, যেমন ই-মেইল সহ অন্য বৈদ্যুতিন উপায়ে অভিযোগদায়ের করতে পারবেন।

রাজ্য পুলিশের ইন্টিলিজেন্স বিভাগের মহানির্দেশক অনুরাগ নতুন তিনটি ফৌজদারি আইনের অন্যান্য মুখ্য দিকগুলি নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি জানান, নতুন আইনের আওতায় বিচার ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে অর্থাৎ মামলা গ্রহণের সময় থেকে শুরু করে এবং আদালতের রায় ঘোষণা অব্দি প্রতিটি ক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অনুরাগ বলেন, নতুন আইন কার্যকর হলে ন্যায় বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী বলেন, নতুন তিন আইনে বেশকিছু ভাল পরিবর্তন করা হয়েছে। জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যোগেশ প্রতাপ সিং ভাষণে বলেন, ব্রিটিশ আমলের আইন এখন পরিবর্তন হচ্ছে। জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডঃ নচিকেতা মিত্তল সব শেষে আলোচনায় নতুন তিন আইনের সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন। শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন পিআইবি- আগরতলা কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা শুভাশিস চন্দ। পিআইবির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় সহযোগিতায় ছিল রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমি, ন্যাশনাল ল" ইউনিভার্সিটি ও ত্রিপুরা সরকারি আইন কলেজ।

কর্মশালা শেষে একটি মতবিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বক্তারা আইনের ছাত্রছাত্রী এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন মিডিয়া থেকে আগত সাংবাদিক, ত্রিপুরা জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির উপ-অধিকর্তা সুরভী সাগর এবং ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমি, ন্যাশনাল ল" ইউনিভার্সিটি ও ত্রিপুরা সরকারি আইন কলেজের ফ্যাকাল্টিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যোগা দিবস উদ্‌যাপন

● **প্রথম পাতার পর** মজুমদার ও পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি প্রমূখ। এ অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং উপস্থিত অতিথিগণ যোগ ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করেন।

অন্যদিকে, বিলোনিয়ার বি.কে.আই. মাঠে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠানে জেলার আটটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যোগ ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, বিলোনিয়াপুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ প্রমুখ। এখানে যোগ প্রতিযোগিতার আয়োজনও হয়। জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল বলেন, যোগ আমাদের জীবনশৈলী। যোগা আমাদের দেশের প্রাচীনতম কলা। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সকলকে প্রতিদিন যোগ করার পরামর্শ দেন তিনি।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আজ দক্ষিণ জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাভ্যাসে অংশ নেন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সহ হাসপাতালে আসা মানুষজন। সাব্রুমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিদ্যালয় পরিদর্শক ও লোক গবেষক অশোককানন্দ রায় বর্ধন, কলেজের অধ্যক্ষ অনুপম গুহ প্রমুখ। বিলোনিয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে যোগ দিবসের কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন কলেজর অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাস।

ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরেও আজ নানা কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে আজ সকালে এক বর্ণময় শোভাযাত্রা কৈলাশহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। জেলাভিত্তিক যোগা প্রদর্শন হয় কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গনে।উপস্থিত ছিলেন, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাশ, সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাশ, জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা প্রমুখ। কৈলাশহরের চণ্ডীপুর ব্লক কার্যালয় সংলগ্ন অমৃত সরোবরের পাশেও যোগ দিবস পালন করা হয়। ব্লক প্রশাসন ও ভারত সরকারের সেন্ট্রাল বুরো অফ কমিউনিকেশন যৌথভাবে কর্মসূচির আয়োজন করে। এখানে বক্তব্য রাখেন চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান সন্দীপ কুর্মি, ক্ষেত্র প্রচার আধিকারিক এইচ.কে.চেঙ,ব্লকের বিডিও প্রসেনজিৎ মালাকার প্রমুখ। এই উপলক্ষে সরোবরের পাড়ে বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করা হয়।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন মহকুমায়ও পালিত হল দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস।উত্তর জেলার জেলা ভিত্তিক যোগ দিবস পালিত হলো ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিপ্লব দাস, উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুখময় নাথ সহ ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন অংশের জনগণ ও বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীরা। ধর্মনগরের রাজবাড়ি এলাকায় পতঞ্জলি যোগপীঠ হরিদ্বারের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।

উদয়পুরের কাকড়াবন ডায়েট কলেজের সেমিনার হলে গোমতী জেলার যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে গোমতী জেলা প্রশাসন, গোমতী জেলা পরিষদ, উদয়পুর এসডিএম অফিস, উদয়পুর পৌর পরিষদ, মাতাবাড়ি আরডি ব্লক, টেপানিয়া আর ডি ব্লক, কাকরাবন আরডি ব্লকের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়উ উপস্থিত ছিলেন কাকড়াবন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পৌর পরিষদের পৌরপিতা শীতলচন্দ্র মজুমদার সহ অন্যরা। যোগা উৎসবে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও কর্মচারী সহকর্মীরা যোগ-উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে খোয়াই জেলা জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে সমস্ত চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে একটি যোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার নির্মল সরকার, হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডাক্তার মৃদুল দাস। খোয়াইর সুভাষ পার্ক কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গনে এবং খোয়াই লালছড়া ভগৎ সিং জিমনাসিয়ামেও যোগা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দুটি কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, সদস্য সুব্রত মজুমদার, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথ শর্মা।

এদিকে, আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে আজ আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল ও আগরতলা আসাম রাইফেলসের যৌথ উদ্যোগ যোগ ব্যায়াম কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেন রেড্ডি নাল্লু যোগ ব্যায়াম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। রাজ্যপাল যোগ ব্যায়ামের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, মানুষের শারীরিক আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিকাশ ঘটতে সাহায্য করে যোগা। সামাজিক সম্প্রীতিকেও উৎসাহিত করে। রাজ্য পুলিশের সমস্ত ইউনিট এবং সমস্ত টি এস আর ব্যাটালিয়ানে আজ দশম তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন করা হয়। ব্যাটালিয়নের সমস্ত কমান্ডেন্ট, অন্যান্য আধিকারিক এবং জওয়ানরা যোগ প্রদর্শন করেন। আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ আর কে নগর দ্বিতীয় নম্বর টিএসআর ব্যাটেলিয়ানে যোগ প্রদর্শন হয়। এ বছরের থিম ছিল যোগ নিজের জন্য এবং সমাজের জন্য। আজকের এই প্রদর্শনীতে রামা রাও ট্রেনিং সেন্টার এবং দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ান এর জওয়ান ও আধিকারিকরা অংশ নেন।

স্কুলছাত্রীর

● **প্রথম পাতার পর** কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, একজন স্কুল ছাত্র এবং ছাত্রীকে এদিন জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের মধ্যে মেয়েটির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। দুজনেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছিলেন। আজ চিকিতাধীন অবস্থায় এলিনা দেববর্মা মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়েন।

অপরদিকে মেয়ের বাবা জানিয়েছিলেন, তিনি টিএসআর হিসেবে কর্মরত। এলিনা দেববর্মা এদিন দুপুরে তার কাকার বাড়িতে এসেছিল। পরিবারের সদ্যসরা থানায় লিখিত মামলা দায়ের করেছেন।

স্থগিতাদেশ আদালতের

● **প্রথম পাতার পর** প্রধানের জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয় রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেছিল ইডি। সেখানেই শেষ বেলায় এসে ফের পিছিয়ে গেল কেজরিওয়ালের মুক্তি।

ক্রীড়াঙ্গন

বৌথাই জমাতিয়ার হ্যাটট্রিক : কেশব সংঘকে হারিয়ে জয়ে সূচনা ঐকতানের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ এবং প্রথম ম্যাচে জয়। বিশেষ আনন্দে মাতোয়ারা এই মুহূর্তে ঐকতান যুব সংস্থা। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সি ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী কেশব সংঘ কে ৩ গোলে হারিয়ে দারুন জয় পেয়েছে। এই জয়ের সুবাদে ৮ দলীয় গ্রুপ লীগে পয়েন্ট তালিকায় আপাতত জম্পুইজলার সঙ্গে সম সংখ্যক পয়েন্টে শীর্ষে উঠে এসেছে। পাশাপাশি আরও একটা ভালো খবর, দলের নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার বৌথাই জমাতিয়ার হ্যাটট্রিক। বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সিনথেটিক মাঠে প্রথম ৪০ মিনিটের খেলা একটু আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। ৪৩ মিনিটের মাথায় বৌথাই জমাতিয়ার গোলে ঐকতান এক-শূন্যতে লিড নেয়। পক্ষান্তরে কেশব সংঘের ছেলেরা প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও আগে পিছে খেলে। তবে গোলের সুযোগ পায়নি।

দ্বিতীয় আর্ধে রক্ষণভাগ আরোও একটু দুর্বল হলে বৌথাই জমাতিয়া ৫৩ ও ৬৫ মিনিটের মাথায় পরপর দুটো গোল করে একদিকে যেমন নিজের হ্যাটট্রিক করে নেয়, অপরদিকে দলকে ৩-০ তে লিড এনে দেয়। পরবর্তী সময়ে দু দলের খেলা পরস্পর বিরোধী চোখে পড়লেও গোলের সন্ধান কেউ পায়নি। তিন গোল করে ৩ পয়েন্ট নিয়েই ঐকতান যুব সংস্থা মাঠ ছাড়ে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, লিটন সাহা, বিশ্বজিৎ দাস ও সুকান্ত দত্ত। দিনের খেলা: বিকেল তিনটায় সি-ডিভিশন এ গ্রুপের, আনন্দ ভবন ক্লাব বনাম জম্পুইজলা প্লে সেন্টার।

৮ গোলে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে পর্যুদস্ত করে বিবেকানন্দ ক্লাব জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয় দিয়ে দারুন সূচনা বিবেকানন্দ ক্লাবের। তাও আট গোলের বিশাল ব্যবধানে একসময়ের নামিদামি ক্লাব উমাকান্ত কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে।

দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে বিবেকানন্দ ক্লাব আট দলীয় সি ডিভিশন বি গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে। তার মধ্যে হ্যাটট্রিক সহ চার গোল জুয়েল দেববর্মার। প্রথম ম্যাচের প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক খেলে বিবেকানন্দ ক্লাবের ছেলেরা বেশ নজর করেছে। এমনকি চলতি টুর্নামেন্টে দ্রুততম গোল তথা তিন মিনিটের মাথায় জুয়েল দেববর্মা দলকে এক-শূন্যতে লিড এনে দেয়। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টিএফএ আয়োজিত সি ডিভিশন ফুটবল লিগের বি গ্রুপের চতুর্থ খেলায় বিবেকানন্দ ক্লাবের এই জয় সাফল্যের বার্তাবহ মনে হচ্ছে। ১০ মিনিট বাদে ফের জুয়েলের গোল। পরবর্তী মিনিটে বিপুল জমাতিয়া একটি গোল করে দলকে ৩-০ তে লিড এনে দেয়। পক্ষান্তরে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের ছেলেরা মিনিট পনেরো প্রতিরোধ গড়ে তুললেও পরক্ষণে তাদের ছন্দপতনে ২৯ মিনিটের মাথায় পল্টু চৌধুরী এবং ৬ মিনিট বাদে রাজচন্দ্র জমাতিয়া পর পর দুটো গোল করে প্রথমার্ধেই দলকে ৫-০ তে লিড এনে দেয়। উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের ছেলেরা দ্বিতীয়ার্ধে একটু আক্রমণাত্মক খেলার প্রয়াস নিলে কার্যত সফল হয়নি। উপরন্তু ৬০ ও ৮৬ মিনিটের মাথায় জুয়েল দেববর্মার দুটো গোল এবং মাঝে ৭০ মিনিটের মাথায় জগত কিশোর জমাতিয়ার একটি গোল কেশব সংঘ কে আরও তছনছ করে দেয়।

বিবেকানন্দ ক্লাব আট গোলে জয় ছিনিয়ে নিজেদের মনোবল বাড়িয়ে ক্লাবে ফিরে। উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের ছেলেরা গোলমুখী আক্রমণে সফল না হলেও খেলায় অসাধারনের দায়ে রেফারি দুজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করতে বাধ্য হন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, সুকান্ত দত্ত, লিটন সাহা ও পল্লব চক্রবর্তী। দিনের খেলা: বেলা একটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সি ডিভিশন লীগ ফুটবলের বি গ্রুপের ইকফাই ফুটবল ক্লাব বনাম সবুজ সংঘ।

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেটে খোয়াইকে হারিয়ে জয় অব্যাহত জিরানিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লাগাতর দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়ী জিরানিয়া। তাও শক্তিশালী খোয়াই কে হারিয়ে। টানা এই জয়ের সুবাদে জিরানিয়া সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপে এ বিভাগ থেকে সেমিফাইনালে খেলার দাবিদার হয়ে উঠছে। প্রথম ম্যাচে অমরপুর কে ১১ রানে হারানোর পর আজ, শুক্রবার রিজার্ভ ডে তে দ্বিতীয় ম্যাচে খোয়াইকে শ্বাসরুদ্ধকরভাবে তিন রানে পরাজিত করলেও পরবর্তী আর একটা ম্যাচে জয়ী হতে পারলেই সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে বেলা দুইটা নাগাদ ম্যাচ শুরু করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে শেষ পর্যন্ত উনিশ করা হয়।

টস জিতে খোয়াই প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে জিরানিয়া নির্ধারিত ১৯ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান সংগ্রহ করে। জবাবে খোয়াই ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ১৯ ওভার শেষ হয়ে যায়। জিরানিয়ার পক্ষে দীপঙ্কর দাস সর্বাধিক ৫১ রান পায়।

বোলিংয়ে অনির্বাণ দেবনাথ ও অনিক পাল তিনটি করে এবং সৌরভ কর দুটি উইকেট পেয়েছে। খোয়াইয়ের সুমন দেববর্মা ৪১ রান এবং সুজিত চন্দ্র দেব ১৯ রান সংগ্রহ করলেও শেষ রক্ষায় ব্যর্থ হয়। বিজয়ী দলের অনীক পাল পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। আগামীকাল ৪ মাঠে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট এলিটে সোনামুড়াকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো মোহনপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে মোহনপুর। সিনিয়র স্টেট মীট এলিট ক্রিকেটে বি গ্রুপে মোহনপুর আজ, শুক্রবার ৩ উইকেটের ব্যবধানে সোনামুড়া কে পরাজিত করেছে। প্রথম ম্যাচে সদরের সঙ্গে বৃষ্টির কারণে নো-রেজাল্ট ম্যাচ থেকে দুই পয়েন্ট পেয়ে কিছুটা হতাশ হলেও মোহনপুর স্বপ্ন দেখছে মূল পর্বে খেলার। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে টিসিএ আয়োজিত ম্যাচে আজ সোনামুড়া ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে পুনরায় হারতে হয়েছে। পর পর তিন ম্যাচে হেরে এবারকার মত সোনামুড়া অনেকটাই পিছিয়ে। সকাল ন'টায় ম্যাচ শুরু হতে টস জিতে মোহনপুর প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে সোনামুড়া ২৬ ওভার খেলে ১০১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

দলের পক্ষে অরিন্দম বর্মন একাই মারকুটে ব্যাট চালিয়ে সর্বাধিক ৬৪ রান সংগ্রহ করে। ৪২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি এবং সাতটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অরিন্দম ৬৪ রান পায়।

মোহনপুরের বোলার সন্দীপ সরকার ১৪ রানে চারটি এবং দীপেন বিশ্বাস ১৪ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। সোনামুড়া দলে অরিন্দম ছাড়া আর কেউ তেমন ব্যাট হাতে দাঁড়াতে পারেনি বলে দলীয় স্কোর তেমন সমৃদ্ধ হয়নি। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মোহনপুর ৩৩.২ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে আকাশ দেব এর ২৫ রান এবং অজয় সরকারের ২১ রান উল্লেখ করার মতো। সোনামুড়ার রাজীব সাহা, অমরেশ দাস ও বিকাশ মজুমদার দুটি করে উইকেট পেয়েছে। বোলার দিপেন বিশ্বাস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

দিনের খেলা: সকাল ৯ টায়, ধর্মনগর কলেজ গ্রাউন্ডে কৈলাশহর বনাম বিশালগড়।

জাতীয় টেনিস টুর্নামেন্ট জমজমাট সিঙ্গেলস ফাইনালে বড়ঠাকুর-ফারদিন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, অবিনাংসু বড়ঠাকুর টি টি এ-এ আই টি এ পুরুষদের জাতীয় র‍্যাঙ্কিং টেনিস টুর্নামেন্টে (১ লক্ষ টাকা পুরস্কার অর্থ) পুরুষদের সিঙ্গেলস ইভেন্টে এবারও ফাইনালে উন্নীত হয়। প্রবেশের জন্য একটি ম্যারাথন খেলেন, যা রাজ্য টেনিস কমপ্লেক্স, মালঞ্চা নিবাস এবং উভয় স্থানেই খেলা হচ্ছে। দশরথ দেব রাজ্য ক্রীড়া কমপ্লেক্সে আজ, শুক্রবার অনুষ্ঠিত সিঙ্গেলস সেমিফাইনালে, বাংলার বড়ঠাকুর, ভারতের ৩৮ তম বাছাই এবং ড্রয়ে শীর্ষ বাছাই ওড়িশার প্রত্যুষ মোহান্তিকে তিন ঘণ্টা পাঁচ মিনিট ধরে ম্যারাথন খেলে ৬-১, ৪-৬, ৬-৪ সেটে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। খেতাবি লড়াইয়ে বড়ঠাকুরের মুখোমুখি হবেন একই রাজ্যের সাথী মোঃ ফারদিন, যিনি দ্বিতীয় বাছাই মোঃ শেখ ইফতেখারকে সহজে ৬-১, ৬-২ ব্যবধানে হারিয়েছেন।

এদিকে, আজ অনুষ্ঠিত ডাবলস ফাইনালে অভিনসু বড়ঠাকুর এবং মোঃ শেখ ইফতেখারের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার কারণে মোঃ ফারদিন এবং আদিত্য সতপাথির শীর্ষ বাছাই জুটি পুরুষ ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের এই টুর্নামেন্টের ডাবলস ইভেন্টের বিজয়ী এবং ফাইনালিস্টদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্য টেনিস সংস্থার সভাপতি বিধান রায়, সহ-সভাপতি প্রণব চৌধুরী, তড়িৎ রায়, সম্পাদক সুজিত রায়, জয়েন্ট সেক্রেটারি অরূপ রতন সাহা , চিন্ময় দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আগামীকাল সকাল ৯ টায় দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে পুরুষদের সিঙ্গেল ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় পর্যায়ের এই টুর্নামেন্টে দেশের দশটি রাজ্য থেকে শীর্ষ বাছাই টেনিস খেলোয়াররা অংশ নিয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা চলছে বলে সম্পাদক সুজিত রায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সুকান্ত ঘোষ, মাননীয় ড় সেক্রেটারি, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল মেনস ডাবলস ইভেন্টের বিজয়ী এবং ফাইনালিস্ট দের পুরস্কার দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন শ্রী বিধান রায়, সভাপতি, টিটিএ, শ্রী প্রণব চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, টিটিএ, শ্রী তারিত রায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট, টিটিএ, শ্রী সুজিত রায়, মাননীয়। সেক্রেটারি, টিটিএ, শ্রী অরূপ সাহা, জেটি সেক্রেটারি, টিটিএ, শ্রী চিন্ময় দেববর্মা, জেটি সেক্রেটারি, টিটিএ এবং অন্যান্য। আগামীকাল সকাল ৯টায় দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে (ঈঙ্গছছঙ্খ), বদরঘাটে পুরুষদের একক ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ক্রীড়া বিষয়ক এক অমূল্য গ্রন্থের মলাট উন্মোচিত হলো

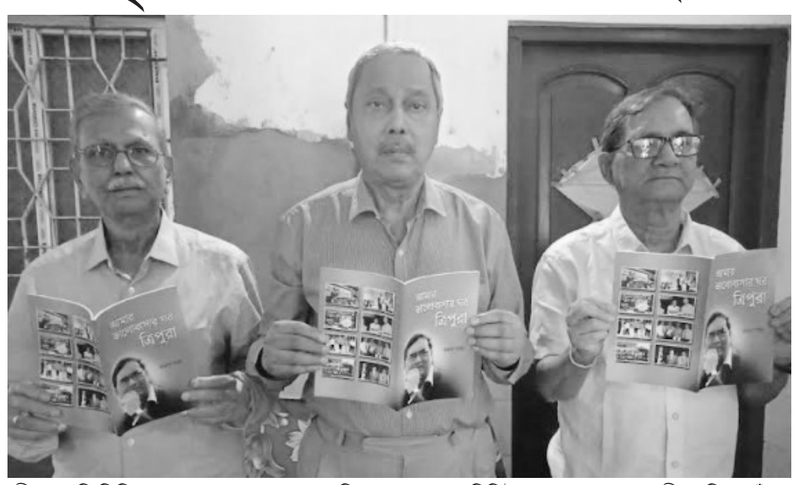

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন এক গ্রন্থের মলাট উন্মোচন হলো আজ। শিরোনাম নিছক 'আমার ভালোবাসার ঘর ত্রিপুরা' হলেও পুরোটাই ভরা ত্রিপুরার ক্রীড়া জগতের খুঁটিনাটি বিষয়ের সঙ্গে লেখকের ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার নিখুত বাস্তব কাহিনী। লেখক প্রাক্তন খেলোয়াড়, সুনামধন্য সফল প্রখ্যাত ক্রীড়া প্রশাসক, সংগঠক কমল সাহা। আজ, শুক্রবার দুপুরে রামনগরস্থিত আরও এক বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব কমলেশ পাল মহোদয়ের বাড়িতে এক অনারম্ভর অনুষ্ঠানে গ্রন্থটির মলাট উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রিন্ট বেস্ট এর মুদ্রণে, ত্রিপুরা দর্পণ থেকে প্রকাশিত রাজ্য ক্রীড়া জগতের বিভিন্ন আঙ্গিকে তথ্যবহুল সমৃদ্ধ এই মূল্যবান অটোবায়োগ্রাফি অনেকেরই বিশেষ প্রয়োজনে আসবে। রাজ্য ক্রীড়া নিয়ে যাঁরা গবেষণায় ব্রতী হচ্ছেন তাঁদের যেমন কাজে আসবে, তেমনি রাজ্য ক্রীড়া জগৎ নিয়ে অনেক অজানা বিষয় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জীবন্ত দলিল হয়ে থাকবে। যাঁদের অনুপ্রেরণায় এই গ্রন্থটি বাস্তব রূপ দিতে পেরেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে গ্রন্থ লেখক কমল সাহা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি ক্রীড়া প্রেমী প্রত্যেককে বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নয়াদিল্লিতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ড. সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্করের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন।

ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় তিনদিন ব্যাপী কর্মশালা সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উত্তর ত্রিপুরা জেলা মিশন ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী কর্মশালা আজ সমাপ্ত হয়েছে। গত ১৯ জন থেকে ধর্মনগরের সার্কিট হাউজের সভাকক্ষে এই কর্মশালার সূচনা হয়। আজ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ চন্দ্র সাহা, জেলায় আটটি ব্লকের বিডিওগণ। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত কর্মশালায় ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্যোগে চলতি অর্থবছরে যে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে তার রূপরেখা তৈরী করা হয়। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কিভাবে আরও বেশী করে স্বসহায়ক দলের সদস্য-সদস্যাদের জীবন জীবিকার সুযোগ করে দেওয়া যায় তা নিয়েই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনে যারা কাজ করছেন তারা কিভাবে আরও সক্রিয়ভাবে গ্রামীণ এলাকায় স্বসহায়ক দলের সদস্য-সদস্যাদের জীবিকার সাথে যুক্ত করতে পারে এই বিষয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা হয়েছে। জেলাশাসক আরও বলেন, স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ টাকা করে তোলার যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তা ক্ষেত্র পর্যায়ে যারা কর্মরত রয়েছেন তাদের মাধ্যমেই করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের জীবিকার সাথে যুক্ত হলে স্বসহায়ক দলের সদস্যারা 'লাখপতি দিদি' হিসাবে পরিচিতি পাবেন তা চিহ্নিত করে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিডিওদের বিশেষ নজর দিয়ে কাজ করার কথা বলেন জেলাশাসক।

কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ চন্দ্র সাহা বলেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের মধ্যে চলতি অর্থ বছরে ১২,৬৪৪ জনকে 'লাখপতি দিদি' হিসাবে পরিচিতি দেওয়ার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে, যাদের ন্যূনতম বাৎসরিক আয় হবে ১ লক্ষ টাকা। জেলায় ছয় সহস্রাধিক স্বসহায়ক দল রয়েছে, ভিলেজ অর্গানাইজেশন রয়েছে ২৫৬টি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার জনগণকে জীবিকার সাথে যুক্ত করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন কাজ করছে। এদিনের অনুষ্ঠানে গত অর্থবছরের ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উত্তর ত্রিপুরা জেলা মিশন ম্যানেজমেন্টের কাজের ভিত্তিতে ব্লকগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। এক্ষেত্রে জেলায় দশদা ব্লক প্রথম স্থান, কদমতলা ব্লক দ্বিতীয় ও পানিসাগর ব্লক ততীয় স্থান অর্জন করে। কর্মশালায় ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনে কর্মীদের কাজের প্রতি উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে ক্ষেত্রপর্যায়ে কর্মরত ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর, ব্লক কো-অর্ডিনেটর সহ অন্যান্যদেরও পুরস্কৃত করা হয়।

স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। নিজ বাড়ির পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নেশা আসক্ত ছিলেন ওই ব্যক্তি। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, আজ সকালে সেকেরকোট দারোগাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মানিক সাহা(৬০) নিজ বাড়ির পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন। তখন জলে তলিয়ে যায় ওই ব্যক্তি। দীর্ঘসময় অতিক্রান্ত হলেও ঘরে ফিরে না আসায় বৃদ্ধার স্ত্রী খুজতে গিয়ে দেখেন স্বামী জলে ভেসে আছেন। সাথে সাথে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসরে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন : কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরার একলব্য পরিসরে, প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ প্রশিক্ষক কালী নারায়ণ ঘোষের শুভ উপস্থিতিতে ২১ তারিখে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করেছে। মুখ্য অতিথির ভাষণে কালী নারায়ণ ঘোষ মতামত দেন যে যোগ শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতা অর্জনেরচাবিকাঠি। এছাড়াও, তিনি ব্যক্তির সামগ্রিক কল্যাণের যোগ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ক্যাম্পাসের নির্দেশক অধ্যাপক প্রভাত কুমার মহাপাত্র। প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র তার ভাষণে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন ভোরে যোগব্যায়াম করার জন্য সমস্ত ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। এমনকি তিনি যোগের প্রাচীন ইতিহাস এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য যোগ প্রবর্তনে ভারতের মহান ঋষিদের অবদান তুলে ধরেন। এ সময় ক্যাম্পাসের সকল কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন: জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে নিজেদের দুপক্ষের মধ্যে মারামারিতে অবশেষে মামলা গড়ালো ধর্মনগর আদালতে। এই ঘটনায় জয়রুন বিবিসহ তার পরিবারকে গ্রাম ছাড়া করে দিলো তারাই ভাই মইনুল হক ও মকলিছুর রহমান বলে গুরুতর অভিযোগ। এমনকি জয়রুন বিবি স্কুলের কুকারের কাজ করতে গেলেও তাকে মারধর করে বের করে দেওয়ায় আদালতে মামলা করেন তিনি। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ধর্মনগর থানাধীন ডুপিরবন্দ গ্রামে। ঘটনা এখন থেকে ছয় মাস পূর্বের। জয়রুন বিবি জানান, ডুপিরবন্দ গ্রামের ৫নং ওয়ার্ডে তার পিতৃ সম্পত্তি সকল ভাই বোনদের মধ্যে যথারীতি ভাগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উনার নয় শতক জায়গা ভাই ময়নুল হক ছাড়তে রাজি না হয়ে উল্টো জয়রুন বিবি সহ উনার পরিবারের উপর রড, লাঠি দিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। একাধিকবার পঞ্চায়েতের প্রধান সহ গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে মীমাংসার জন্য বৈঠকও হয়। তাতেও ফল কিছু হয়নি। এই ঘটনায় রক্তারক্তি কান্ড সংঘটিত হওয়ায় প্রাণের ভয়ে তৎকালীন সময়ে অন্যত্র চলে যায় জয়রুন বিবির পরিবার। পরবর্তী সময়ে যখন আবার নিজের বাড়িতে যান তখন পুনরায় হামলা চালায় বলে অভিযোগ মইনুল হক সহ মোট সাত জনের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় তিনি একাধিকবার ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলেও পুলিশ একটি বারের জন্য মামলা নেয়নি উল্টো তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেন জয়রুন বিবি। অপরদিকে তিনি ডুপিরবন্দ এলাকায় একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কুকারের কাজ করেন। সেখানেও উনার কর্তব্যস্থলে গিয়ে ময়নুল হক সহ উনার সাঙ্গপাঙ্গ ও নিকট আত্মীয়রা একাধিকবার হামলা চালায় বলে জয়রুন বিবি প্রথমে ধর্মনগর বিদ্যালয় পরিদর্শককে লিখিতভাবে জানান।

পরে এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি ধর্মনগর আদালতেও সিআর৬৮/২০২৪ নম্বরে একটি মামলা করেন। দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস ধরে তিনি নিজের কর্তব্যস্থলে যেতে পারছেন না প্রাণ সংশয়ের ভয়ে। কিন্তু এই বিষয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ মামলা হাতে না নেওয়ায় তিনি পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তাছাড়াও বর্তমানে প্রায় ছয় মাস ধরে নিজেরা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করায় তাদের ঘরে থাকা সমস্ত দামী আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সর্বত্রই হাতিয়ে নেয় মইনুল হক ও তার ছেলেরা এমনই গুরুতর অভিযোগ করেন তিনি। এখন সার্বিক বিষয়ে তিনি ন্যায় বিচারের আশায় প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ছামনু গ্রামীণ ব্যাংকের পরিষেবা বন্ধ, দুর্ভোগের শিকার গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন: ধলাই জেলার ছামনু গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। ছামনুগ্রামীন ব্যাঙ্ক গ্রাহকরা প্রায় দুভর্োগের শিকার হচ্ছেন বলে গ্রাহকদের অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, প্রায় সময় সার্ভার ডাইন থাকে যার ফলে ব্যাঙ্ক কর্মীরা কোন কাজ কর্ম করতে পারেন না। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবার এত ই ব্যয়াল অবসা যে, ইন্টারনেট পরিষেবা না থাকলে কর্মী দের হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। থালছড়া, গোবিন্দবাড়ি, নাতিনমনু, রাজধর, মালিধর, সহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উপজাতি, অংশের মানুষ আসেন টাকা তোলার জন্য, কিন্তু মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার দুই ইন্টারনেট পরিষেবা সারাদিন ই বন্ধ ছিল, যার ফলে ব্যনে কোন কাজ কর্ম বা লেনদেন কিছুই হয়নি।

দুরদুরান্ত থেকে আসা উপজাতিরা আসা যাওয়ার গাড়িভাড়া, খাওয়া দাওয়া বাবদ চারশো পাঁচশো টাকা খরচ করে এসে খালি হাতে বাড়ি ফিরে যায়। সকাল আটটা থেকে ব্যনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে, পরে খালি হাতে ফিরে। এই ঘটনা শুধু মাত্র দুই দিন নয়, আর বহু বার হয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্মীরা অসহায় এর মতোই বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই এলাকার জনগনের কথা চিন্তা করে ইন্টারনেট পরিষেবা যাতে ভালো করা হয়, তার জন্য স্থানীয় মানুষের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সত্বর, আশি কিমি যাতায়াত করে এসে যাতে খালি হাতে ফিরতে না হয়।

অবশেষে মৃত্যু হলো দুর্ঘটনায় আহত স্কুলছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। অবশেষে মৃত্যু হয়েছে ভয়ঙ্কর যান দুর্ঘটনায় আহত নবম শ্রেণীর ছাত্রী এলিনা দেববর্মার। মৃত ছাত্রীর পরিবারের সদ্যসরা থানায় লিখিত মামলা দায়ের করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার রাজধানীর আশরাফুল এলাকায় বাইক এবং মারুতি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এর ফলে বাইকে থাকা বাইক চালক তথা ছাত্র কিং দেববর্মা এবং নবম শ্রেণীর ছাত্রী এলিনা দেববর্মা গুরুতরভাবে আহত হয়। তাদের রাস্তা থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে, প্রত্যক্ষদর্শীরা জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। এ বিষয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, একজন স্কুল ছাত্র এবং ছাত্রীকে এদিন জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের মধ্যে মেয়েটির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। দুজনেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছিলেন। আজ চিকিতাধীন অবস্থায় এলিনা দেববর্মা মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়েন। অপরদিকে মেয়ের বাবা জানিয়েছিলেন, তিনি টিএসআর হিসেবে কর্মরত। এলিনা দেববর্মা এদিন দুপুরে তার কাকার বাড়িতে এসেছিল। পরিবারের সদ্যসরা থানায় লিখিত মামলা দায়ের করেছেন।

গাড়ি চালকদের নিয়ে হাফলং-এর চিন্তা লোহার ভবনে একদিনের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। শুক্রবার গাড়ি চালকদের নিয়ে হাফলং এর চিন্তা লোহার ভবনে একদিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি মনোধন হরিদাস, জেলা সভাপতি শিবু পাল সহ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত গাড়িচালক সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদকরা ও বিভিন্ন পদাধিকারীরা। আজকের এই সম্মেলনে রাজ্য সভাপতি মনোধন হরিদাস বলেন এই সংগঠন ভারতের ১৭ টি রাজ্যে রয়েছে। ১৯১২ সালে পাঞ্জাব এই সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন হয়েছিল। এখন রাজ্যের আটটি জেলাতেই এই সংগঠন রয়েছে। মোট ১৭ দফা দাবি নিয়ে এই সংগঠন শুরু করে। তবে চার দফা দাবি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।এই সংগঠনের প্রতিনিধিরা অনেকটা শিরার মত যেভাবে শরীরে শিরা গুলি ছড়িয়ে থাকে এইভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রাস্তা গুলি ছড়িয়ে রয়েছে এবং রাস্তাতে এই সংগঠনের সদস্যরা প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। তাই তাদের দাবি কোন ধরনের দুর্ঘটনার স্বীকার হলে এই সংগঠনের লোকেদের সরকারের পক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি কোন কারণে কোন সদস্য আহত হয় তবে তাকে দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। তাছাড়া তাদের দাবি গুলি রাজ্যের যোগাযোগমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায় সংবাদমাধ্যমের। যারা চালকদের সাথে যুক্ত অথচ চালকদের উন্নতির কথা ভাবেনা তাদেরকে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের কে চিহ্নিত করে বের করে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। দেশে এবং রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দিবসকে পালন করা হয় মহা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে কিন্তু চালকদের জন্য একটি দিবসকে নির্দিষ্ট করতে হবে। মানসিক সামাজিক এবং সমাজের আস্তিক উন্নতির কথা ভেবে সংগঠনের লোকেদের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা যেন দেওয়া হয় তার প্রতি দেশ তথা রাজ্যের মানুষের মনোযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় বলে বর্ণনা করেন। কারণ তারাও সমাজের একটা অংশ কিন্তু তাদেরকে সঠিকভাবে বিচার করা হয় না। আবার তারা ছাড়া কোন ধরনের উদ্ভাবনী বা উন্নতির কথা চিন্তাও করা যায় না। তাই তাদের কথা চিন্তা করে সামাজিক মনোবৃত্তি ঠিক করা দরকার বলে তিনি বর্ণনা করেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশম স্থানাধিকারীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন: শুক্রবার এক সংবর্ধনা সভার মাধ্যমে কৃষ্ণপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রাজ্যে টিবিএসই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকারকারী অপি দেবনাথকে এক সংবর্ধনা দেওয়া হল। এই সংবর্ধনা সভায় মুখ্য বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবরাজ নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপদ দাস। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার ধনঞ্জয় দেববর্মা সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

বেশ প্রতিকূলতার মধ্যে যেখানে সঠিকভাবে শহরের উন্নত মানের শিক্ষক রাখার সাধ্য নেই ঘরে সামান্য বৃষ্টি হলেই জল পড়ে সেই পরিবেশ থেকে অপি দাস বিজ্ঞান বিভাগে দশম স্থান অধিকার করেছে। উদ্বোধক ভবতোষ দাস বলেন একসময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আবার ঘুরে আসছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এতই খ্যাতিসম্পন্ন এবং বই পত্রের উপর স্থিতিশীল ছিল যে বহিরাগতরা ভেবেছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় যদি ভারতীয়রা সঠিক শিক্ষা প্রদান করে তবে তারাই পৃথিবীতে এক নম্বর জায়গা দখল করে নেবে। তাই ৯০ লক্ষ এই বিদ্যালয়ের পুস্তক জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল বিদেশীরা। এখন নরেন্দ্র মোদী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবার কোন প্রতিষ্ঠা করতে উদযোগী হয়েছেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কারণে দেশে নয়া শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হচ্ছে যা দেশকে আরো উন্নতির পথে এগিয়ে নেবে বলে সবাই আশাবাদী। প্রচন্ড দারিদ্রতা থাকা সত্ত্বেও অপি দেবনাথ যদি তার একাগ্রতার জন্য করে দেখাতে পারে তাহলে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা কেন পারবে না তার ব্যাখ্যা দেন উদ্বোধক। যুবরাজ নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপদ দাস বলেন প্রচন্ড সংঘর্ষের মধ্যে যদি অপি দেবনাথ সহ তিনজন ৮৫ এর উপরে মার্কস পেয়েছে এই গ্রাম্য স্কুল থেকে করে দেখাতে পারে তবে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের বলেন তোমরাও এগিয়ে আসো। যেকোনো অসুবিধার সৃষ্টি হলে বা সমস্যার সৃষ্টি হলে তা তিনি ব্যক্তিগতভাবে সমাধান করে দেবেন যদি উনার সাথে যোগাযোগ করা হয়। তাছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হওয়ার পর তিনি এই বিদ্যালয় এবং উনার প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ের জন্য কি কি করেছেন তা তুলে ধরেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধনঞ্জয় দেববর্মা বলেন কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হলেও এইরকম ভালো ফলাফলের উপর সকলের নজর পড়ে। আর নজর পড়লেই যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা সকলে মিলে সমাধানে এগিয়ে আসবে। এই বিদ্যালয়ের দুপুরের কক্ষে প্রায় ১০০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে এবং শিক্ষকের সংখ্যা ২২ জন। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য সার্বিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত এবং বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে তিনি জানান।

সিবিসি আগরতলা শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন

আগরতলা, ২১ জুন : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন শুক্রবার আগরতলার যোগেন্দ্রনগরের সুকান্ত প্লে সেন্টারে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আয়োজন করেছে। ২০২৪ এর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম হল, Yoga for self and Society, এই অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঙ্খঙ্কঙ্খ -র আগরতলা শাখার প্রধান সুদীপ্ত কর, এইদিনটির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং আগামী প্রজন্মকে পড়াশোনার পাশাপাশি যোগব্যায়ামের চর্চা করতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজকের এই দিনটি গোটা দেশজুড়ে এক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

জাতীয় বিচারক এবং পশ্চিম ত্রিপুরা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সমীরণ চক্রবর্তী তাঁর বক্তৃতায় তুলে ধরেন যে কীভাবে গত ১০ বছরে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য যোগব্যায়াম একটি নতুন রূপ পেয়েছে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে কেবল ভারতেই নয়, যোগব্যায়াম বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি অভিভাবকদের তাদের দৈনন্দিন জীবন শৈলীতে যোগব্যায়ামকে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছিলেন।

স্বর্ণপদক বিজয়ী চয়ন দেবনাথ, দেবাশীষ দাস, স্নিগ্ধা পাল, যারা জাতীয়স্তরে যোগ আসনে স্বর্ণপদক বা অন্যান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান উপস্থিত অতিথিদের বক্তব্যে ভবিষ্যত প্রজন্মকে যোগ আসনের মাধ্যমে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরো নিগমের ২৭ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সুভাষ ভৌমিক, জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত সুব্রত বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

সরকারি কর্মচারিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সরব ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন: কর্মক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারিদের উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি। আজ কমিটির পক্ষ প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন কমিটির জনৈক নেতা বলেন, কর্ম ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারিদের উপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ করা হচ্ছে। এমনকি কর্মরত মহিলা সরকারি কর্মচারীদের ও আক্রমন করা হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি।

দিল্লিতে তালাবন্ধ বাড়ি থেকে উদ্ধার মহিলার পচগলা দেহ, তদন্তে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): উত্তর দিল্লির তিলক মার্কেট থানা এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো এক মহিলার পচাগলা দেহ। নিহতের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। মৃতের বয়স ৫০-৬০ বছর বলে অনুমান।শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লির তিলক মার্কেট থানা এলাকার একটি বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ায় পুলিশকে খবর দেন প্রতিবেশীরা। এরপরই পুলিশ এসে তালা ভেঙে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। ইতিমধ্যেই মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে কীটপতঙ্গ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার

আগরতলা, ২১ জুন।। দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আজ কীটপতঙ্গ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জেলে সেমিনারের উদ্বোধন করেন ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদের মুখ্য বিজ্ঞানী ড. মুকেশ সায়গল। কীটপতঙ্গ দমনের মধ্যদিয়ে অর্গানিক পদ্ধতিতে সব্জি চাষে কৃষকদের সচেতন থাকার পাশাপাশি সুসংহত উপায়ে চাষাবাদ করতে কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে জেলা উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা সাবেন্দ্র দেববর্মা বলেন, বর্তমানে জৈব চাষাবাদে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি পতিত জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ আধিকারিক কার্যালয়ের সহঅধিকর্তা প্রিয়তোষ সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. মনোজ সিং সাচান। সেমিনার শেষে অতিথিগণ এলাকার ৪ জন কৃষকের হাতে ৪টি ওয়াটার পাম্প মেশিন, ২ জনের হাতে ২টি মসলা তৈরীর মেশিন, ২ জন সুবিধাভোগীর হাতে ২টি সরিষার তেল তৈরীর মেশিন তুলে দেন। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ১২২ জন কৃষকের মধ্যে ১টি করে মিশ্রজাতের সব্জী বীজের প্যাকেট তুলে দেন। সেমিনার শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৃত্তিকা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. দীপঙ্কর দে। সেমিনারে মোট ১২২ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

শুক্রবার আগরতলায় পুর নিগমের উত্তর জোনের চেয়ারপার্সন মহারাণী তুলসিবতী স্কুল পরিদর্শন করেছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।